৪৫
সরস
কার্টুন
সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
হাসতে হাসতে দিন পাঁচ টাকা
সরস
কার্টুন
সরস
কার্টুন

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

প্রিয় পাঠকদের কাছে আবেদন

ছাপা, কাগজ ও অন্যান্য খরচ এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে পত্রিকা চালানই দুষ্কর। অথচ আর দাম বাড়িয়ে পাঠকদের ঘাড়ে বোঝা চাপানো সম্ভব নয়।

এ অবস্থায় যা ভীষণ দরকার তা হলো বিজ্ঞাপন। তাই আমাদের প্রিয় পাঠক পাঠিকা ও শুভাকাঙ্খীদের কাছে আবেদন, আপনারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করুন যেন তাঁরা নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিয়ে আপনাদের প্রিয় পত্রিকাকে সাহায্য করেন।

যাঁরা সরাসরি বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে পাঠাবেন, তাঁদের বিজ্ঞাপনের টাকা পাওয়া মাত্রই ২৫% হারে কমিশন পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর তাঁদের সংগ্রহ করা বিজ্ঞাপন যদি কোনও এডভার্টাইজিং এজেন্সী মারফৎ আসে তবে সংগ্রাহককে ১০% হারে কমিশন দেওয়া হবে।

আমাদের বিশ্বাস, প্রিয় পাঠক পাঠিকারা তাঁদের প্রিয় হাসির একমাত্র মাসিক পত্রিকাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই সাহায্যটুকু করবার আন্তরিক চেষ্টা অবশ্যই করবেন।

আপনাদের প্রিয় 'সরস কার্টুন' এখন আসাম, ত্রিপুরা, চণ্ডীগড়, দিল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, সারা পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ত্রিশ হাজার পাঠক পড়েন এবং এই সংখ্যা প্রতিটি সংখ্যার সাথে দ্রুত বেড়ে চলেছে।

বিজ্ঞাপনের হার	সাধারণ হার	বছরে তিনটি বা তার বেশি বিজ্ঞাপনে দিলে
পূর্ণ পৃষ্ঠা :	২০০০·০০	১৮০০·০০
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা :	১২০০·০০	১০০০·০০
১/৪ পৃষ্ঠা :	৭০০·০০	৬০০·০০
ভেতরের কভার :	৩০০০·০০	২৫০০·০০
পেছনের কভার :	৪০০০·০০	৩৫০০·০০
প্রতি কলম সে: মি:=	৭ টাকা।	৬ টাকা

পাতার মাপ : ২০×২৫ সেঃমিঃ।

ছাপা পাতার মাপ : ১৫×২০ সেঃ মিঃ।

রঙ্গীন বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রতি রঙের জন্য ২৫% বেশি।

পত্রিকা সম্পূর্ণ অফসেটে ছাপা হয়। বিজ্ঞাপনের জন্যে আর্টওয়ার্ক, আর্টপুল, নেগেটিভ বা পজিটিভ পাঠাতে হবে। পূজা বা বিশেষ সংখ্যাতে একই হারে বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে। 'সরস কার্টুন'-এর নামে একাউন্ট পেয়ী চেক দিতে হবে। 'রেট-কার্ড' দরকার হলে লিখুন, পাঠিয়ে দেব।

আপনাদের একান্ত
সুকুমার রায় চৌধুরী
সম্পাদক : **সরস কার্টুন**

বাঁচতে হলে হাসতে হবে, হাসতে হলে পড়তে হবে

সরস খুকুমণি

পনের থেকে পঁচানব্বই সকলের জন্য হাসির একমাত্র মাসিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ: নবম সংখ্যা ৪৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

KHOORO : :

HOW TO COLLECT PUJA SUBSCRIPTION

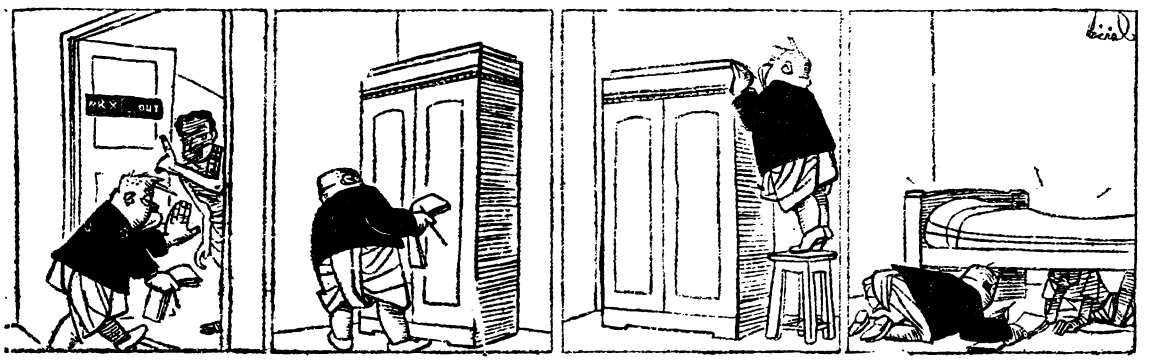

সম্পাদক : সুকুমার রায় চৌধুরী

সরস খুকুমণি

৬৯-জি, সেলিমপুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩১

ফোন : ৪২-৫৭৪৪

S. S. TRADERS
আরে মশাই. ব্যবসা জগতে তো দেখছি এস· এস· ট্রেডার্স ছাড়া কথাই নেই!
S. S. TRADERS
4, NAINAN PARA LANE
CALCUTTA-700 036

সূচীপত্র

হাসির গল্প ঃ

৬ঃ রেলে ঃ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৪ঃ আতুপুতুর ইতিকথা ঃ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

ফিচার ঃ

৫ঃ আড়চোখে ঃ লক্ষ্মীট্যারা

১৩ঃ পত্রাঘাত ঃ শ্রীরসময় সর্বজ্ঞ

নতুন ফিচার ঃ

২২ঃ স্পটলাইট (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়)
শ্রুতিলিখন ঃ সুমন দে

লঘুপাক ঃ

১২ঃ২৬ঃ৩২ঃ হাসিটুন

২১ঃ বর্তমান সংজ্ঞা ঃ মানস সরকার
বাক্য সংকোচন ঃ কবীন্দ্র নাথ শীল

ছড়া ঃ

২৭ঃ অলোক বিশ্বাস

২৮ঃ সঞ্জীব কুমার দে

২৯ঃ কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতনু বর্মণ ও পার্থ প্রতিম আচার্য।

৩০ঃ উজ্জ্বল বিশ্বাস, সত্য গুপ্ত, শেখর চ্যাটার্জী ও দিগম্বর দাশগুপ্ত।

৩১ঃ পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়, অমল কান্তি বরাট ও আশিষ কুমার মুখোপাধ্যায়।

পূর্ণ পৃষ্ঠা কার্টুন

৩ঃ ৪ঃ চঞ্চল রুদ্র

১১ঃ ২৪ঃ শুভজিৎ সিনহা

২৫ঃ রজত কান্তি সরকার

অলংকরণ ঃ

শৈল চক্রবর্তী, চণ্ডী লাহিড়ী ও সুকুমার

প্রচ্ছদ ঃ সুকুমার রায় চৌধুরী।

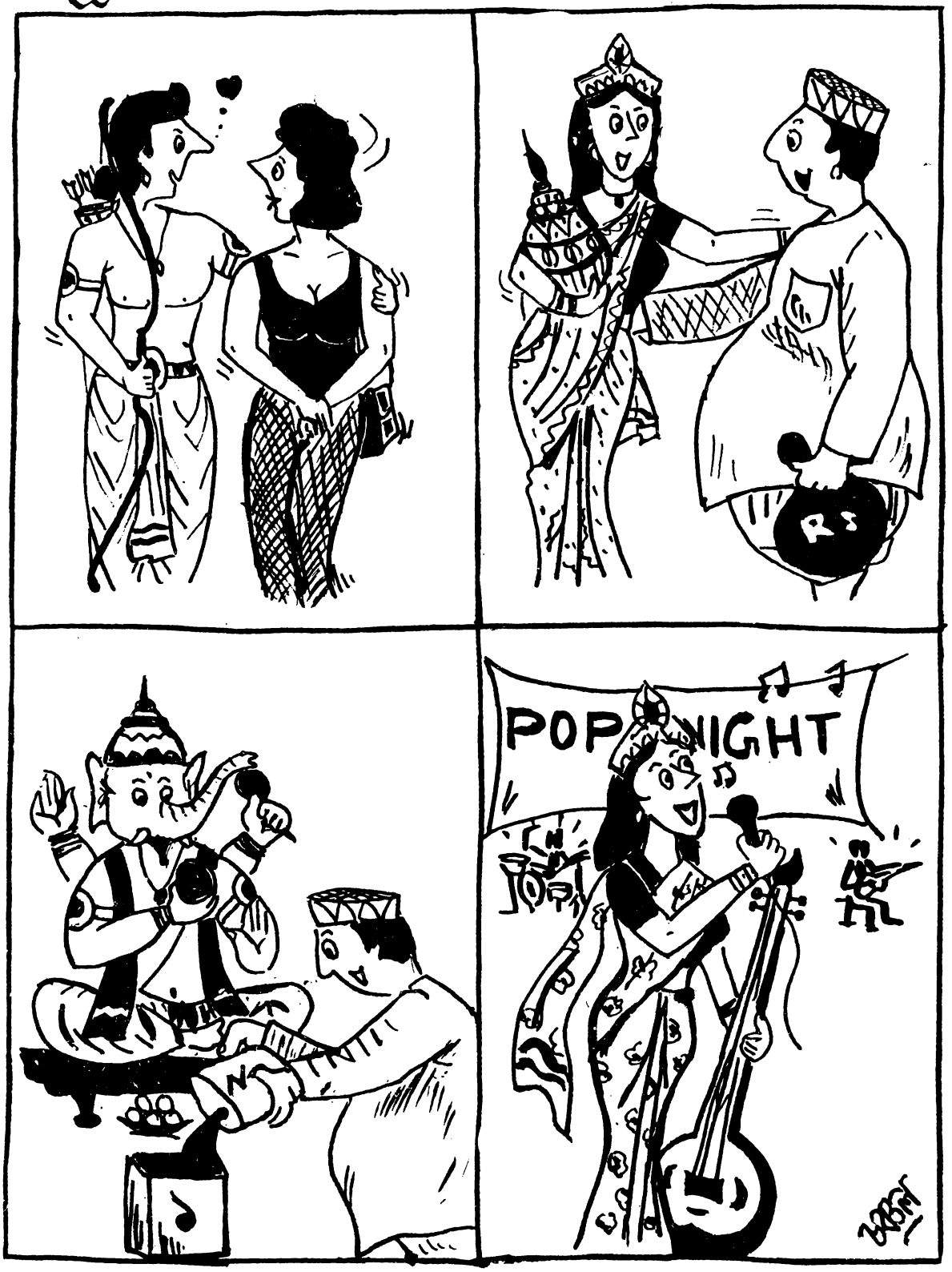

RS
POP NIGHT

নরসিংহ রাওয়ের সরকারের বিরুদ্ধে আনা বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাব মাত্র চৌদ্দ ভোটে বাতিল হয়ে গেছে।—সংবাদ।

- **এম পি কিনলে যদি গদি বাঁচে তবে কে আর ভোটের জন্যে অস্থির মতি জনগণের কাছে যাবার রিস্ক নেয়?**

যাঁরা ভোট দিয়ে অনাস্থা প্রস্তাব বানচাল করেছেন সেই সব দলছুটদের দলে না নিতে বলেছেন অর্জুন সিং।—সংবাদ।

- **এদের দলে নিয়ে মন্ত্রী করে দিলে প্রয়োজনে আরও দলছুট পাওয়া যাবে, এই কথাটাই বুঝতে পারছেন না অর্জুন সিং!**

নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষনের নির্দেশে সব নির্বাচন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্ত দল দারুণ চটেছে শেষনের ওপর।

- **কোন দলই শেষনকে দলে পেলনা কিনা, তাই।**

গত ২১শে জুলাই মহাকরণ অভিযানে গুলি চালনার ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে না বলে জ্যোতি বসু সাফ জানিয়ে দিয়েছেন।

- **সব বিচারপতি সরকারের পক্ষে তদন্তের রায় দেবেন এমন তো কথা নেই?**

কলেজে শুধু শাড়ী পরতে হবে বলে আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ ফতোয়া জারী করেছেন।—সংবাদ।

- **এখন আর এক কলেজের অধ্যক্ষ মেয়েদের শুধু মিনি স্কার্ট পরে আসবার ফতোয়া জারী করলেই সমস্যা মিটে যায়।**

ট্রাক ধর্মঘটের সময় সরকারী বাসের ড্রাইভার দিয়ে ট্রাক চালাবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।—সংবাদ।

- **উপযুক্ত লোকই বেছেছেন তিনি। সেটা সরকারী বাসে ভ্রমণকারী হাজার হাজার লোক সার্টিফাই করবেন।**

উগ্রপন্থীদের বোমার চাইতে আম্পায়ারিংকে বেশী ভয় পাচ্ছে শ্রীলঙ্কা সফররত ভারতীয় ক্রিকেট দল।—সংবাদ।

- **শুধু শুধু ভয় পাচ্ছে। ওঁরা তো অক্ষত অবস্থাতেই তাড়াতাড়ি ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্যাভেলিয়নে ফেরৎ পাঠাচ্ছেন।**

রেলে

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

দোলের ছুটিতে বাড়ি আসিতেছি।

ইন্টার ক্লাসে আমার কায়েমী সঙ্গী একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক। আর কিছু কিছু উঠিতেছে, দু'এক স্টেশন পরে নামিয়া যাইতেছে—এই রকম! ভদ্রলোক মোগলসরাইয়ে উঠিয়াছেন, দৌড় চন্দননগর পর্যন্ত। এদিকে সঙ্গী হিসাবে মন্দ নয়, কিন্তু বৃহস্পতিবারের বারবেলায় বাহির হইয়াছেন বলিয়া একটা কিছু ঘটিবেই সেই আশঙ্কায় মাঝে মাঝে নিঝুম মারিয়া যাইতেছেন। বলিলেন—"সবাই বললে—কাশী বাবার ত্রিশূলের ওপর, এখানে যাত্রার দিন দেখতে হয় না। বিশেষ কাজে এলাম চলে, কিন্তু....."

বাবাকে খোলাখুলিভাবে চটাইবার ভয়ে 'কিন্তু'র পরের বক্তব্যটুকু আর প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন না।

বক্সারে তাঁহার এক আত্মীয় থাকেন, আসিয়া দেখা করিবার কথা। গাড়ি ছাড়িয়া গেলে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখলেন তো?—এল না, একটা কিছু নিশ্চয়..."

আমি বলিলাম—"তিনি যখন বেরস্পতিবার দেখে আর বেরোনই নি, তখন তো কিছু দুর্ঘটনার ভয় নেই তাঁর দিক দিয়ে।"

ভদ্রলোক সন্দিগ্ধভাবে স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"ঠাট্টা করছেন?"

দানাপুর পর্যন্ত আর কোন কথা কহিলেন না। দানাপুর হইতে গাড়ি ছাড়িলে আমিই প্রশ্ন করিলাম—"এইবার পাটনাই তো?"

পাটনা আমার খুব চেনা, ছাত্রজীবনের একটা মোটা অংশ পাটনায়ই কাটাইয়াছি; তবুও দুইজনের মধ্যেকার মৌনতাটা বড় অস্বস্তিকর ঠেকিতেছিল বলিয়া প্রশ্নটা করিলাম।

ভদ্রলোক তুষ্ণীম্ভাব থেকে হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন—"তাই তো, পাটনাই তো এবার আসছে। যাক্ নিশ্চিন্দি! 'অপরেশ বাবাজীরও তো যাবার কথা...."

সঙ্গে সঙ্গে নিরুৎসাহ হইয়া থামিয়া গেলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—"না তার যে বেরস্পতিবার পৌঁছবারই কথা, তা হলে তো সে কালই রওয়ানা হয়ে গেছে....দুর্যোগে একটি লোক পাশে থাকলে উপকার হোত; তা, সবাই তো আমার মতো তালকানা নয় যে বার-ক্ষণ না দেখে হুট করে বেরিয়ে পড়বে...."

প্রশ্ন করিলাম—"অপরেশ বাবাজীটি কে?"

"ভাইঝি-জামাই।.... এখানকার কলেজের প্রফেসার। হীরের টুকরো আগে নামেই শুনেছিলাম মশাই, ভাইঝির বিয়ে দিয়ে চোখে দেখলাম!"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"এমন!"

বৃহস্পতিবারের বারবেলায় শঙ্কাটা লুপ্ত হইয়া ভদ্রলোকের চোখ-মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বলিলেন—"লাখে একটি পান কিনা সন্দেহ। দুটো বিষয়ে এম· এ·, দুটোতেই গোল্ড মেডেল; কিন্তু দেখে কেউ বলুক দিকিন ছেলেটার পেটে বিদ্যে আছে—একটু টুঁ শব্দটি নেই মুখে—সাত ডাকে উত্তর দিতে জানে না। বিয়ের পর দু'বার গিয়েছিল—একবার জোড়ে, একবার আর কিসের জন্য মনে পড়ছে না....হ্যাঁ, ঠিক, শৈলীর মেয়ের অন্নপ্রাশনে, তা একটি দিন কেউ টের পেলে যে, বাড়ীতে একটা জামাই এসেছে? কি ধীর শান্ত ভাব! কি বিনয়ী। কথা বলেছে তো আদ্দেক তার মুখের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে। এক বাড়ী শালী-শালাজ—ডবল এম· এ বলে তার মুখের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে। এক বাড়ী শালী-শালাজ—ডবল এম· এ· বলে তারা তো আর খাতির করবে না! ঠাট্টা-তামাশায় ব্যতিব্যস্ত করবার ফিকির করছে—উহুঁ, সে ভিড়বেই না তো তুমি ঠাট্টা করবে কার সঙ্গে?.... আর আজকালকার ছেলেও সব দেখছি তো?

.....দুটো ইংরিজি অক্ষর পেটে গেছে কি না-গেছে—মুখে যেন তুবড়ী ফুটছে মশাই।" চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এতটা প্রশংসা শুনিয়া কিছু না বলিলে ভাল দেখায় না বলিয়া আমি কহিলাম—"যার হবার ঐ রকমই হয়—!"

"সিগারেট কি বিড়ি?.... রামঃ—পান পর্যন্ত ত্রিসীমানার মধ্যে আসবার যো নেই!.... অমন দেখেননি মশাই, ঐ যে বললাম, লাখের মধ্যে একটি পাওয়া দুষ্কর। দাদা যেমন দিলেন সুচুর বিয়ে অনেক দেখেশুনে অনেক খোঁজাখুঁজি করে, তেমনি জামাই পেয়ে আর ক্ষোভ রইল না মশাই। দুঃখ রয়ে গেল সে কাল চলে গিয়েছে, না হলে দেখিয়ে দিতে পারতাম—আর, একবার দেখলে, একটু পরিচয় হলে ভুলে যেতে পারতেন ভেবেছেন?-রামোচন্দ্র বলুন।"

এমন সময় গাড়ি গরদানীবাগে প্রবেশ করিল। "সর্বনাশ, পাটনা এসে গেল যে।" বলিয়া ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বিছানাটা ভাল করিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া লইয়া হঠাৎ আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলাম। ভদ্রলোক খানিকটা ঢাকা থাকিয়া মুখটা বাহির করিয়া বলিলেন—"বুঝলেন না ব্যাপারটা? অসুখ হয়েছে, নিঝুম হয়ে পড়ে আছি। না হলে যা পাটনায় ভিড়!..... গাড়িতে ঠেলে উঠলে একটুও বসবার জায়গা পাওয়া যাবে নাকি? অবশ্য ঘুম আজকে হবে না; বেরস্পতির বারবেলায় বেরনো—কলিশনের মস্তবড় একটু ধুকপুকুনি রয়েছে যে এদিকে। কিন্তু ঘুম না হলেও বসে বসে তো সমস্ত রাতটা কাটান যায় না মশাই!.... এই এসে গেল স্টেশন.... আমি তা হলে ঢুকলাম মশাই, গুড নাইট... যা অসুখ মনে আসে—আমি মাঝে মাঝে গ্যাঙাতে থাকব। সমস্ত রাত ঠায় বসে প্রহর গোণার চেয়ে শুয়ে মাঝে মাঝে একটু গ্যাঙান ভাল মশাই। গুড নাইট।"

কানের কাছে যদি একটা লোক সমস্ত রাত গ্যাঙাতে থাকে তো সব প্রথম তো আমার ঘুমের দফা নিকেশ। বলিলাম—"না গ্যাঙাবার দরকার নেই! ধরুন যদি ঘুমই আসে তখন আবার ঐ গ্যাঙানি বন্ধ হবার ভয়ে ঘুমাতেই পারবেন না। সে এক উল্টো ফ্যাসাদ। তার চেয়ে ঘুপটি মেরে পড়ে থাকুন, আমি সামলে নেব'খন।"

গাড়ি প্ল্যাটফরমে ঢুকিয়াছে। "তবে তাই ঠিক; গুড নাইট।" বলিয়া ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি মুখটা ঢাকিয়া ফেলিলেন।

পাটনায় ভিড় বটে! গাড়ি থামিলেই প্রায় দশ-বারোজন বাঙালী যুবক সুটকেস, ব্যাগ, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি লইয়া আমাদের গাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল। প্রায় সকলেই যুবক, দু'একজনের বয়স একটু বেশী, বেশভূষা কথাবার্তায় সবাইকে বেশ শিক্ষিত বলিয়া বোধ হইল। গাড়িটা যেমন খালি ছিল ঠিক সেই পরিমাণ ভর্তি হইয়া গেল। আমি একটা বেঞ্চে বিছানা পাতিয়া দখল করিয়াছিলাম, বিছানাটা গুটাইয়া লইতে হইল। ভিড়ের শেষ অংশ ভদ্রলোকের বেঞ্চে গিয়া হানা দিল।

"মশাই, ও মশাই···।"

বলিলাম,—"উনি অসুস্থ, ওঁকে দয়া করে আর তুলবেন না।"

"কি অসুখ মশাই?"

বলিতে যাইতেছিলাম জ্বর, কিন্তু দেখিলাম দলের মধ্যে একজন ডাক্তার, পকেটে স্টেথোস্কোপ রহিয়াছে, সামলাইয়া লইয়া বলিলাম—"বিদেশে জ্বরে পড়েছিলেন, সবে কয়েকদিন পথ্যি পেয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন·····রেস্ট দরকার····"

"ও!··· আপনার কেউ হন?"

"না, একসঙ্গে আসছি অনেক দূর থেকে; তা ভিন্ন, পথে, সবাই সবার বন্ধু, বিশেষ করে যখন স্বজাতি····"

"তা তো বটেই, তা তো বটেই। তা হলে ও বেঞ্চটা ছেড়েই দিই সবাই। আমরা এই দিকেই কোন রকম করে কুলিয়ে নেব'খন। বলে, যদি হয় সুজন—তেঁতুলপাতায় ন'জন।"

সকলে বক্তার পানে চাহিল। একে প্রবাদটা নিতান্ত মেয়েলি, তাহাতে বলিবার মধ্যেও বেশ একটা টান ছিল। একজন হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"কার কাছে পাওয়া এ স্যাম্পেলটুকু মশাই? হার্ হাইনেস্?"

যুবকের মুখে একটা বার্ডসাই, কায়দা মাফিক সেটা দুই আঙুলে সরাইয়া ধুঁয়া ছাড়িয়া বলিল—"নো, হার্ ইম্পিরিয়েল ম্যাজেস্টি, মহামহিমান্বিতা শালাজ ঠাকরুন। আমি আপনাদের proverb (প্রবাদ)-টা শোনালাম কোন রকমে, কিন্তু সরি (sorry), ডেলিভারির (delivery) মাধুর্যটা কিছুই ফোটাতে পারলাম না, আর এ কাংস্যনিন্দিত কণ্ঠে সে বীণানিন্দিত স্বর আসবেই বা কোন্ দুঃখে?—কী সে সুর, কী ভঙ্গী, কী গমক—আপনারা একটা 'প্রোভার্ব'মাত্র শুনলেন, আমার কানে ওটা তানলয়-সমন্বিত একটা অপ্সরা-কণ্ঠের সঙ্গীতের মতন বেজেছিল—যদি হ—য় সু—জো—ন তো তেতুঁল পাতায় ন—জোন·····"

খুব চমৎকার ভাবে মেয়েলি কণ্ঠের নকল করিয়া, হাত আর গলা খেলাইয়া—যুবক মুখচোখের ভঙ্গি সহকারে এমনভাবে প্রবাদটা আওড়াইল যে সকলে হাস্য করিয়া উঠিল।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। সকলে এক একটা জায়গা লইয়া বসিল। যুবক আমার বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়া হাত জোড় করিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল—'বেয়াদপি মাফ করবেন; হোলির ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি সব—অনেকে আবার বাড়ির চেয়েও উৎকৃষ্ট জায়গায়! সকলে দুটো প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি, প্রথমত গাড়িতে ঘুমুব না, দ্বিতীয়ত প্রাণে যা অনুভব করছি তা খোলা প্রাণে বলব, কারুরই খাতির করব না, অবশ্য এক মহিলা ছাড়া। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বশত গাড়িতে কোন মহিলা নেই। আপনি নয়ই (মাফ করবেন); আশা করি যিনি শুয়ে রয়েছেন তিনিও কোন মহিলা নন। এ-অবস্থায় আমরা যদি আমাদের যা-অনুভব করা তাই বলার প্রতিজ্ঞা পালন করতে চেষ্টা করি তো আশা করি অপরাধ নেবেন না; শুধু আজকের রাতটুকুর জন্য আমরা এই লিবার্টিটুকু নেব·····।"

ওদিক থেকে একজন বলিল—"তোমার রসনা তো চিরকালই ঐ রকম চাঁদ, শুধু আজ কেন?"

যুবক আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"বিশ্বাস করবেন না মশায়। ও যেমন এই উৎকট অপবাদ দিচ্ছে, আমি তেমনি এক সেট সাক্ষী দিতে পারি যাদের জবানবন্দি ঠিক উল্টো। যাক, মোটের ওপর শুধু আজ রাতটুকুর জন্য এই লিবার্টিটুকু নিচ্ছি। আমরা হোলিকা দেবীর বাসর জাগছি, প্রগল্‌ভতা মাফ করতে হবে। এ অনুগ্রহের জন্য আমরাও আপনার খুব বড় একটা উপকার করতে রাজী আছি—"

হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম—"কি উপকার শুনি? যদিও উপকার না করলেও চলবে; আপনারা আমোদ-আহলাদ করতে করতে যান সে তো ভালই।"

যুবক বেশ সপ্রতিভভাবে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"উপকার এই,—আপনিও যদি ঐরকম মুড়িসুড়ি দিয়ে শোন তো আমরা সবাই বলব—"উনি অসুস্থ, সেই দিল্লী থেকে ঐরকম মুড়িসুড়ি দিয়ে আসছেন।' এমন কি যদি আপত্তি না থাকে তো পর্দানশীন মহিলাও বলে চালাতে পারি"—বলিয়া যুবক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আর সকলেও যোগ দিল।

প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম বটে, কিন্তু যুবকের কথাবার্তায় সত্যই এমন একটা নির্দোষ প্রাণখোলা ভাব ছিল যে রাগ করিতে পারিলাম না।····

দেখিলাম বকার অভ্যেসটা যুবকের খুব রপ্ত। বার্ডসাইয়ে গোটাকতক টান দিয়া আবার শুরু করিল—"না বিলীভ্ মি, পর্দানশীনের ব্যাপারটা কল্পনা মাত্র নয়; কাজেও একবার পরীক্ষা হয়ে গেছে। পাটনাতে এই চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ করতে আসছি। সকালে নেমেই এক ঘন্টা পরে ইন্টারভিউ, সুতরাং রাত্রে ঘুমটা বিশেষ দরকার। হাওড়ায় গাড়িতে উঠেই এক মতলব

করা গেল। গাড়িটায় তখন আমি ছাড়া মাত্র আর একটি প্যাসেঞ্জার উঠেছেন, আমার চেয়ে বয়সে একটু বড়, হিন্দু ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসর। সব খুলে ভদ্রলোককে বললাম। বললেন—"তা তো বুঝলাম, কিন্তু উপায় কি? অসুখের নাম করে শুয়ে থাকবেন?"

....বললাম—"অসুখে আবার একটু ছটফটানি, কাৎরানি না থাকলে সব সময় ফল হয় না। অসুখের চেয়ে লোকে স্ত্রীলোককে বরং বেশি ভয় করে:—ভয় করেই বলুন বা খাতির করেই বলুন—একটা কথা, কেন না খাতিরটা ভয়েরই রূপান্তর।' ....তখন আমার নতুন গোঁফদাড়ি বেরিয়েছে—নানা রকমের ঘন ঘন পরীক্ষা চলছে; মাস দুই নিয়ে তখন সেই অল্পকেই যথাসাধ্য আয়ত্ত করে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখছি। ভদ্রলোক আমার মুখের পানে চেয়ে শিউরে উঠে বললেন—'স্ত্রীলোক! আপনি!' ....বললাম—'আগা পান্তালা মুড়ি দিয়ে শোব আপনার এই এণ্ডির চাদরটা দিন,' বলে তিনি অনুমতি দেওয়ার আগেই চাদরটা তুলে নিলাম। ভদ্রলোক বললেন—'তা না হয় হোল, কিন্তু একা একা স্ত্রীলোক যাচ্ছেন—এটা কি রকম হবে?' ...এবার আমার আশ্চর্য হওয়ার পালা; চোখ-মুখ কপালে তুলে বললাম—'সে কি মশাই? একা একা কি? আপনার ওয়াইফ্-স্বামী সঙ্গে রয়েছেন, তাঁর চাদর গায়ে! .... বলুন ধর্ম সাক্ষী করে যে আপনার চাদর নয়!...."

গাড়ির সবাই, উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, সেটা থামিলে প্রশ্ন করিলাম—"পৌঁছুলেন তো নিশ্চিন্দি হয়ে?"

যুবক ধুঁয়াটা অন্যদিকে ছাড়িয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"আজ্ঞে না; আমিই তো দুনিয়ার শেষ বুদ্ধিমান নয়, তা ভিন্ন তখন বাংলাদেশটাও ছাড়িয়ে আসেনি গাড়িটা। বর্ধমান পর্যন্ত ভদ্রলোক ঠেকিয়ে রাখলেন কোন রকমে। আসানসোলে একটি ডিগডিগে গোছের ছোকরা উঠল। প্রফেসারের কথা শুনে একটু নিরাশ হয়ে বললে—'মহিলা? তা হলে থাকুন শুয়ে।' ....সরল না কিন্তু; আমি এণ্ডির চাদরটার মধ্যে দিয়ে দেখি সে জায়গায়ই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উস্খুস করছে। একটু পরে আমার নতুন কেনা ব্রোগ জুতো জোড়াটা তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলে—'এ জোড়াটা কি ওঁরই?'

আবার গাড়িতে হাসির একটা হররা, উঠিল। সেটা থামিলে কয়েকজন একসঙ্গে প্রশ্ন করলি—'তারপর? তারপর?"

যুবক বলিল—"তারপরেও আবার বলতে হবে? পড়ে থাকলেই বোধ হয় চলে যেত কোনরকমে'—প্রফেসার সামলাবার চেষ্টাও করছিলেন। লোকটাও সে-চেহারা নিয়ে সাহস করে সন্দিগ্ধ মহিলার গায়ে হাত দিতে পারত না; কিন্তু শরীরের জোরের ওপর ভরসা করেই তো বাঙালী বেঁচে নেই; খাঁটি বাংলায় এমন চিপটেন কাটা শুরু করলে যে শেষ পর্যন্ত সোয়ামীর চাদরের মধ্যে মেজাজ ঠিক রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল; মেজাজের সঙ্গে হিসেবও গেল বিগড়ে—বিধাতা যে মহিলার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখবার ব্যবস্থা করেননি সেটা ভুলে গিয়ে চাদর টান মেরে ফেলে...."

বাকি গল্পটা হাসি হুল্লোড়ের মধ্যে আর বলাই হইল না।

কিউল জংশনে যখন গাড়ি পঁহুছিল তখন রাত সাড়ে বারোটা। হাসি-হুল্লোড়ে দলটা বেশ একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যুবক নতুন নতুন গল্প করিয়া উৎসাহটা চাড়া দিয়া আসিতেছে, তবুও যেন একটু ঝিমুনি ধরিয়াছে দলটায়। যুবকের ভাণ্ডারও যেন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। মোগলসরাইয়ের ভদ্রলোক খাঁটি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কিউল হইতে গাড়ি ছাড়িলে যুবক হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিল, হাতে একটা সাপ্তাহিক টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া পাকাইতে পাকাইতে বলিল—"জেন্টেল্‌মেন, আই ভোট্ দ্যাট্ উই সেলিব্রেট দি হোলি ইভ ইন্ এ মোর্ বিফিটিং ম্যানার (আমার প্রস্তাব—হোলির পূর্বের রজনীটা আরও উপযুক্তভাবে ব্যয়িত করা হোক)।"

দলটা আবার একটু সচকিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন হইল—"শোনাই যাক ব্যাপারটা কি?

যুবক সেইরকম ভাবে কাগজটা পাকাইতে পাকাইতে লেকচার দেওয়ার ভঙ্গিতে দুলিয়া দুলিয়া বলিল—"হোলির অপর নাম বসন্তোৎসব, বসন্তকে চিনতে হলে, উপভোগ করতে হলে, সৌন্দর্যকে চেনা চাই। সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমাদের সব ধারণাই বাতিল হয়ে যায়—যদি নারীকে না দেখতে জানি, কেন না বিশ্বের সব সৌন্দর্য কেন্দ্রীভূত হয়েছে নারীর মধ্যে। কাল আপনারা সকলেই বসন্তোৎসবে যোগদান করতে যাচ্ছেন, বিফোর ইউ ডু, আই উড্ পুট্ ইওর সেন্স্ অব্ বিউটি টু টেস্ট্ (যোগদান করবার আগে আপনাদের সৌন্দর্যজ্ঞানের পরীক্ষা করতে চাই)।"

সকলে সকৌতুক ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া রহিল! যুবক বার্ডসাইটা দাঁতে চাপিয়া কাগজটা খুলিয়া একটা ছবির পাতা বাহির করিল এবং সেটা ঘুরাইয়া সবাইকে দেখাইয়া বলিল—"জেন্টেল্‌মেন্, লেট মি প্রেজেন্ট টু ইউ মিস্ লিলিয়ান স্মিথ, অ্যাণ্ড মিস্ ডোরা কেনেডি—বিউটি কুইন অ্যাণ্ড রানার-আপ্ ইন্ দিস্ ইয়ারস্ বিউটি কম্পিটিশান (আমি এ বৎসরের সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায় নির্বাচিতা সৌন্দর্য-রাজ্ঞী মিস্ লিলিয়ান স্মিথ এবং তাহার পরবর্তিনী মিস্ ডোরা কেনেডিকে

আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি)। আপনাদের চক্ষে কে শ্রেষ্ঠা প্রতিপন্ন হয় দেখা যাক; আমাদের মাপকাঠি আর ওদের মাপকাঠির তফাতটা টের পাওয়া যাবে। প্রত্যেকের একটি করে ভোট, নিন্ আসুন; আশা করি কাল যখন সবচেয়ে বেশি যাকে ভালবাসেন তার গায়ে রং দেবেন তখন রংটা বেশি মিষ্টি হয়ে ফুটবে। আসুন।"

কাগজটা লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যুবক সকলের ভোট সংগ্রহ করিতে লাগিল। হাস্যে-রহস্যে, কৌতুক-কৌতূহলে মতামতের কাটাকাটিতে ব্যাপারটা অল্পের মধ্যে জমিয়া উঠিল। এর পূর্বে মোকামায় একজন পশ্চিমা ভদ্রলোক উঠিয়া ব্যাঙ্ক আশ্রয় করিয়া শুইয়াছিলেন, তাঁহাকেও মন দিতে হইল। এমন কি একজন শ্মশ্রুধারী মুসলমান বৃদ্ধ কিউলে উঠিয়া এক কোণে বসিয়াছিলেন, যুবকদের আব্দার-পীড়াপীড়িতে পড়িয়া তিনিও একটি অভিমত না দিয়া অব্যাহতি পাইলেন না। যুবক বলিল—"জনাব মেহেরমান, আপনাকে দেখে আমার মহাকবি ওমর খৈয়ামের কথা মনে পড়ছে, সৌন্দর্যের যাচাই-এ আপনার ভোট তো আমাদের না হলেই নয়।"

যুবক ছবি দুইটার পাশে নাম লিখিতেছিল। সবার শেষ হইলে একটির পাশে নিজের নাম বসাইয়া গুনিয়া বলিল—"জেন্টেল্‌মেন্, আই বেগ লীভ্ টু ডিক্লেয়ার দি রেজাল্ট দব্ দি ভোটিং (আমি ভোটের পরিণাম জানাইতে চাই)। দেয়ার হ্যাজ্ বীন্ এ টাই—ইচ গেটিং সেভেন্ ভোট্‌স (উভয়েই সাত ভোট করিয়া পাওয়ায় একই স্তরভুক্ত হইয়াছেন)। এখন উপায়?"

সকলেই একটু মৌন হইয়া রহিল, যেন সত্যই একটা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। শেষে ওদিক থেকে একজন যুবক বলিল—"দুজনকেই সমান মর্যাদা দেওয়া হোক না কেন?"

একজন সমর্থনও করিল—"হ্যাঁ, দুজনকেই সন্তুষ্ট করা ভাল, ও জাতের কাউকে চটান সমীচীন মনে করি না।"

যুবক ঘুরিয়া বলিল—"মাফ করবেন, ও জাতকে চেনেন না বলেই ও-কথা বলতে সাহস করছেন। ওঁদের একজনকে সন্তুষ্ট করে তাঁরই আজ্ঞানুবর্তী হয়ে থাকাই নিরাপদ। ওঁদের দুই বা ততোধিক জনকে একসঙ্গে সন্তুষ্ট করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাক্, এই মহাসঙ্কটে আমি একটু আলোর সন্ধান পেয়েছি⋯⋯" চারিদিক থেকে ব্যস্ত প্রশ্ন হইল— "কি আলো?" একজন বলিল— "হোয়াট ডেভিল্‌রি আর ইউ আপ্‌টু নেকস্ট? (এর পরেও কি শয়তানি মতলব এঁটে রেখেছেন?)"

যুবক বলিল—"গাড়ির মধ্যে এখনও একজনের ভোট বাকি আছে।"

সকলে প্রথমটা বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর যুবকের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া চাদর-ঢাকা মোগলসরাইয়ের ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল— "না, না, ও ভদ্রলোক অসুস্থ, ঘুমুচ্ছেন।" আমিও আপত্তিতে যোগ দিলাম। যুবক দাঁড়াইয়াই ছিল, চুরুটে একটা বড় টান দিয়া বাঁ হাতে সরাইয়া লইয়া বলিল— "এক্‌স্‌কিউজ মি জেনটেলমেন— আমি বলতে বাধ্য— দুঃখেরই সহিত বলতে বাধ্য, উনি পাটনা থেকে এখান পর্যন্ত এক মুহূর্তও নিদ্রা যাননি। কলেজ-হোস্টেল, গাড়িতে নিদ্রিতা মহিলা রূপে এবং নববিবাহে আড়ি পাতার অত্যাচারে আমায় বহুবার নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে হয়েছে, সুতরাং আমি ও জিনিসটির স্বরূপ চিনি—কোথায় খাঁটি, কোথায় মেকি বুঝতে পারি। এখন আপনাদের অনুমতি প্রয়োজন অথবা প্রয়োজনের গুরুত্ব হিসাবে নিষ্প্রয়োজনও বলতে পারি, সুতরাং ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে আমি আমার কর্তব্যে তৎপর হই।"

এই বলিয়া যুবক উঠিয়া ভদ্রলোকের পিঠে একটু ঠেফা দিয়া ডাকিল—"মশাই।"

চাদরের নীচে আড়মোড়া ভাঙ্গার ঈষৎ চঞ্চলতা হইল একটু।

যুবক পিঠেই হাতটা রাখিয়া বলিল—"মশাই, যখন জেগেই আছেন, জাগতে বলছি না; কিন্তু দয়া মুখটা খুলে আমাদের একটা গভীর সমস্যা⋯"

আর অগ্রসর হইতে হইল না। ভদ্রলোক মুখ খুলিয়াছেন। সে চাহনি জন্মে কখনো ভুলিব না, যুবকেরও সেই রকম স্তম্ভিত চিত্রার্পিত ভাব। হাত থেকে কাগজটা পড়িয়া গিয়াছে—সৌন্দর্য-সম্রাজ্ঞী ভূলুণ্ঠিতা।

"কে!⋯ ইয়ে—ওর নাম কি—আমাদের অপরেশ বাবাজী? ⋯ কালকের গাড়িতে তাহলে ⋯ আমি ভাবলাম যেমন লিখেছিল, বুঝি কালই চলে গেছ। তা হলে দেখছি⋯" "আজ্ঞে—মানে—কাকাবাবু যে! —না কাল আর শরীরটা কেমন আছে আপনার?⋯ মানে⋯"

এর পরে অপরেশ বাবাজীর যতটুকু দেখিলাম তাহার সঙ্গে তাহার খুড়শ্বশুরের বর্ণনা হুবহু মিলিয়া গেল, —সত্যিই, কি ধীর, কি বিনয়ী! —বন্ধুদের হাজার প্ররোচনায়ও কথা বলে না, বলেই তো তার অর্ধেক কণ্ঠেই থাকিয়া যায়— হীরার টুকরা— সত্যই লাখে একটা মেলে না এমন ছেলে⋯!

একটু দেখুন . . . আমার ফোনটা গত পাঁচ মাস ধরে ডেড
ডেড একদম বলবেন না..আমাদের সব ফোনই এখন "নির্বিকল্প সমাধিতে" আছে।
COMPLAINT CELL CALCUTTA TELEPHONES
Subhajit

হ্যাঁ.. স্যার...সত্যি বলছি..উনি আমাদের কোম্পানীর SLEEPING PARTNER
NON SENSE FINANCE COMPANY
INCOME TAX OFFICER
Subhajit

হাসিটুন

এক বোকা চাষী মাঠে লাঙল দেবার সময় একদিন চকচকে একটা আয়নার টুকরো পেল। সে আয়না চিনত না। মুখের সামনে ধরতেই চাষীর বিশ্বাস জন্মাল—এটা তার মৃত বাবার প্রতিবিম্ব। ফলে, ভক্তি সহকারে সেটা বাক্সে রেখে গোপনে সকাল-সন্ধ্যায় প্রণাম

জানাতে লাগল। ব্যাপারটা চাষী-বৌ একদিন দেখে ফেলল। চাষীর অবর্তমানে সেটা একদিন সে বার করে দেখল এবং স্বগতোক্তি করল: তাই ভাবি, দু বেলা এত আঠা কিসের—এই রাক্ষুসীর খপ্পরে পড়ে ডুবে ডুবে জল খাওয়া।

★

একজন উঠতি তরুণ কবি তার অধ্যাপকের বাড়ি গিয়ে বলল: দুটো দারুণ অগ্নিগর্ভ কবিতা লিখেছি। আপনি শুনবেন? দুটোর মধ্যে যেটা আপনার ভাল লাগবে সেটাই পত্রিকায় পাঠাবো।

অধ্যাপক ব্যস্ত ছিলেন, তবু, নিস্পৃহভাবে বললেন, 'পড়ো'। ইনিয়ে বিনিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে প্রথম কবিতা পাঠ সাঙ্গ হতেই অধ্যাপক বললেন: আর পড়তে হবে না। দ্বিতীয়টাই পাঠাও।

★

সব সময়ে টাটকা চিন্তা করতে পারেন নবীনবাবু। অফিসের সহকর্মী অসিতের ছেলে হয়েছে। সে নবীনবাবুকে বললো: একটা টাটকা নাম দিন দেখি আমার ছেলের। একেবারে ব্রানড নিউ নাম। কেউ ইউজ করেনি এমন।

নবীনবাবু বললেন: নাম রাখো এসগো'।

★

ক্লাসে দু'টি ছেলের গণ্ডগোলে বিরক্ত হয়ে শিক্ষক বিষয়টা জানতে চাইলে একজন দাঁড়িয়ে বলল: ও বলছে, লাথি মেরে আমার মাথা ফাটাবে।

শিক্ষক হেসে বললেন: ওরে নির্বোধ, লাথি মেরে মাথা ফাটান যায় না।

উত্তেজিত ও ভীত ছাত্রটি: আপনি জানেন না স্যার—ওর কাঠের পা।

★

সংবাদপত্রের কার্যালয়ে ফোন করছেন এক ভদ্রমহিলা: দেখুন, কাল রাতে আমাদের গাড়িটা চুরি গেছে—আপনাদের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে চাই. রেটটা জানাবেন?

উত্তর: প্রতি আড়াই সেন্টিমিটারে চল্লিশ টাকা।

—ভদ্রমহিলা: দুঃখিত, বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব হলো না—আমাদের গাড়িটা সাড়ে চার মিটার লম্বা। অনেক টাকা লাগবে।

★

বাড়ির কাছেই ডাক বাক্স। চিঠিটা ফেলার মুহূর্তে আকস্মিক ঝড়ের

ঝাপটায় সেটা হাত ফসকে উড়ে চলল এলোমেলোভাবে। চিঠির পিছনে ছুটতে ছুটতে একসময় সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। হা-ক্লান্ত হয়ে বসে পড়তেই একজন বললেন: যেতে দিন, সম্ভবত স্বাভাবিক সময়ের আগেই এবং হয়তো নিশ্চিতভাবে ওটা গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।

★

ডাক্তারের পরামর্শে বাচ্চা মেয়েটাকে চশমা দিতেই হলো। প্রথমদিন আমি উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করছি, কখন স্কুল থেকে ফিরবে—চশমার কারণে বিভ্রাট হলো কিনা।

এমন সময় সে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করলাম: হ্যাঁ রে, চশমা চোখে কিছু পার্থক্য বুঝলি?

উত্তর: হ্যাঁ, আন্টিদের হাতের লেখা অনেক ভালো হয়ে গেছে।

★

আমাদের নিয়মিত আড্ডায় একজন বন্ধু ক'দিন অনুপস্থিতির পর সেদিন এসেই উত্তেজিত হয়ে বলল: আঠারো হাজার, ভাবতে পারিস আঠারো হাজারের প্রাণ নেই—নির্বাক-নিঃস্পন্দ! সবাই বিমূঢ় বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম: সে কী? কোথায়? কেমন করে? কবে?

বন্ধুটি উদাসীনভাবে বলল: আমি এইমাত্র দিল্লি থেকে আসছি, সেখানে আঠারো হাজার টেলিফোন কাজ করছে না—মৃত।

★

পারিবারিক শিক্ষককে ছাত্রীর প্রশ্ন: মাস্টার মশাই, বি. এ-তে কি কি নেব?

শিক্ষকের তাৎক্ষণিক উত্তর: তোমরা তো বরপক্ষ নও যে বিয়েতে পণ হিসাবে নগদ, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি পাবে। অতএব, সব মেয়েই যা নেয়—শাড়ি, গয়না, প্রসাধন-সামগ্রী এই সবই নেবে।

★

শিক্ষক: বলতো রবি, একটা পাকা কলার দাম পাঁচ পয়সা হলে এক টাকায় কটা কলা হবে?

রবি বলল: অঙ্কে ভুল আছে স্যার। কলার জোড়া চল্লিশ পয়সা।

সংকলিত

শুভাশীষ রায় ঃ শালিমার, জিয়ালগোরা, ধানবাদ-৮২৪ ১১০

ইদানীং দেখতে পাচ্ছি রোজই দু'একজন করে লোক হাতে চিঠি নিয়ে আমাদের পাগলা গারদে এসে বলছে আপনি নাকি কোনও পত্রিকায় "প্রেমিকা চাই" বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। যদি এই সংবাদটি সত্য হয় তবে তাড়াতাড়ি জানান, আমরা দরখাস্ত নেওয়া শুরু করি।

আরে সর্বজ্ঞমশাই, আপনি সুকুমারবাবুকে বলে দেবেন যে এত বাড়াবাড়ি সহ্য হচ্ছে না। প্রথম প্রথম ইংরেজী শিখলাম, শেষ না হতেই হিন্দী আবার ঘোর কাটতে না কাটতেই সংস্কৃতর ক্লাশ শুরু হয়ে গেল!

● আমি তো মশাই "প্রেমিকা চাই" বিজ্ঞাপন দিয়ে একটাও দরখাস্ত পেলাম না। তা আপনি যদি কিছু পাঠাতে পারেন তো খুব ভাল হয়। কিন্তু দরখাস্তকারিনীরা গারদের বাইরের তো? একটু দেখবেন।

আর মশাই সুকুমারবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ মুজতবা আলি হবার বাসনায় বহুভাষার চর্চা করে চলেছেন। শুনলাম এবার নাকি উর্দু, ফারসী, জাপানী ইত্যাদি সব ভাষার ক্লাশ শুরু করবেন। হঠাৎ সেদিন আমাকে ধরে বললেন,

"পেন্সিলওয়া নিয়াংগাদে নাং তো ইমাসু কা?"

ভয় পেয়ে পালিয়ে এক জাপানীর কাছে গিয়ে শুনলাম উনি আমার কাছে পেন্সিলের জাপানী নাম জিজ্ঞেস করছিলেন। বুঝুন অবস্থা।

সচ্চিদানন্দ ঘোষ : বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড কোম্পানী, রানীগঞ্জ-৭১৩ ৩৪৭

'ওভারল্যাণ্ড' কাগজে আপনার ছবি দেখলাম ও বক্তব্য পড়লাম। 'সরস কার্টুন' পত্রিকায় আপনার আঁকা কার্টুন দেখে আপনার চেহারা সম্পর্কে একটা আলাদা ধারণা ছিল। এখন আপনার ছবি দেখে আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

● ওঃ হো, তাই আমার ছবি ওভারল্যাণ্ডে ছাপা হবার পর থেকে মহিলারা আর চিঠিপত্র লিখছেন না।

দুলালচন্দ্র কর্মকার ঃ নবারুণ, মুর্শিদাবাদ-৭৪২ ২৩৬

"আমার বৌ" যদি ছাপার যোগ্য হয় তবে ছাপবেন।

● সর্বসাধারণের জন্য না ছেপে তাকে আমার কাছেই রেখে দিলাম।

এর পরের কয়েকশ' চিঠির বয়ান হলো :

"পূজা সংখ্যার জন্য ছড়া পাঠালাম।"

● এঁদের সবিনয়ে জানাই "সরস কার্টুন"-এর পূজা সংখ্যাটি 'ছড়া সংখ্যা' হচ্ছে না।

আতুপুতুর ইতিকথা

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

(শেষাংশ)

সেখানে গিয়ে, দড়ি খুলে দিতে একটা বালতি, দুটো হাঁড়ি, চাল-ডাল সমেত দুটো গামলা, বিছানার ছানা-পোনাগুলো ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়তে, তবে ফুলো কমল। চাল ডাল একাক্কার হয়ে গিয়েছিল সত্যি, তবে কোন কিছু ভাঙেনি এই রক্ষে। তার ফলে ওখানে গিয়ে উপর্যুপরি চার দিন খিচুড়ি খেতে হল।

যাই হক, এরপর আমাদের রেজিমেণ্ট অনায়াসে ঢুকে গেল কামরার মধ্যে। সেখানে সামান্য কথা কাটাকাটি হল নিজেদের গিন্নীদের সঙ্গে আর কিছু বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা ঘটল না। কামরাটা আমাদেরই জন্যে রিজার্ভ হয়ে গেল একরকম।

পুতুবাবুর গিন্নী কর্তাকে ঠেস দিয়ে বললেন, দেখলে, বিছানা বড় করেছিলুম বলেই তো দরজা দিয়ে আর কেউ ঢুকতে পেলে না—তোমার মাথায় এসব বুদ্ধি হত ?

পুতুবাবু ভেংচে বলে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ খুব বুদ্ধি তোমার—নাও এখন সীটে গুছিয়ে বস। সকলকার বসবার পর আমি ঢুকলুম। পুতুবাবু আতুবাবু একটু আমার জন্যে বেশি আতুপুতু করে দরজার ধারের সীটে আমায় বসিয়ে দিলেন।

কিন্তু সেখানে বসাই আমার কাল হল।

পুতুবাবুর সাত বছরের মেয়ে বিন্তি হঠাৎ এক ফিরিওয়ালাকে দেখে বায়না ধরলে, বাবা, আমি চকলেট খাব।

পুতুবাবু এক ধমক দিলেন, চুপ্ কর!—এই মাত্র গিলে পিটে এসে চকলেট খাবে! যত সব···

বিন্তি ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে শুরু করলে। আতুবাবু আমাকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, ভবেশবাবু, জিজ্ঞেস করুন তো চকলেট কত ক'রে বলছে!

আমি হকারটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে সে এক টাকা দর হাঁকলে! আমি কিছু বলবার আগেই আতুবাবু বলে উঠলেন, ও বাবাঃ! আগুন দর হাঁকছে।

বিন্তির মনে কিন্তু সে আগুন ছ্যাঁকা দিলে না, সে আবদার আরও বাড়ালে। আতুবাবুর স্ত্রী হঠাৎ আবার বলে উঠলেন, আচ্ছা ছেলেমানুষ, ওর একটা খাবার শখ হয়েছে কিনুক না—আমি একটা টাকা দিচ্ছি। এই বলে আঁচলে হাত দিতেই আমি বলে উঠলুম, ঠিক আছে···আপনি টাকা রাখুন না, আমি দিচ্ছি।

তৎক্ষণাৎ এক টাকার চকোলেট কেনা হয়ে গেল। আর পুতুবাবুর গিন্নী তাতে একটু অসন্তোষ প্রকাশ করে বলে উঠলেন, দেখ দেখি, শুধু শুধু ভদ্রলোকের···

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই আতুবাবু বলে উঠলেন, এতে আপনি কিন্তু হচ্ছেন কেন বউদি। ভবেশবাবু তো বাইরের লোক নন—আমাদের ছোট ভাই···ওদের ছোটকাকা। এর জন্যে অত কিন্তু হচ্ছেন কেন?

এই বলে ছোটকাকা যে তাদের কত আপনার, আর ভবিষ্যতে কত আবদার যে ছোট কাকার কাছে করা চলে, সেটা তিনি বেশ ভালভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন।

এর পর থেকে ছোটকাকার প্রাণ যায় যায় হয়ে উঠল। প্যাসেঞ্জার ট্রেন প্রত্যেক স্টেশনে থামছে, আর ছোট কাকার কাছে আবদার শুরু হচ্ছে, ডাব খাব, পেয়ারা খাব, লিচু খাব, বিস্কুট খাব করতে করতে দেওঘরে গিয়ে যখন সবাই পৌঁছল তখন আমি খাবি খাব, খাবি খাব করছি—কারণ হিসেব করে দেখলুম যে শুধু ভাইপো-ভাগিনীদের খাওয়াতে-খাওয়াতে একত্রিশ টাকা সাড়ে ছ আনা বেরিয়ে গেল। চার পাঁচ দফা শুধু ডাবই খেলে; শুধু ওরা নয় ওদের বাবা, মা মাসীমা যে কটি সঙ্গে যাচ্ছিলেন সবাই। এক একটা ডাব আট আনা।

ছোঁড়াগুলোই তাদের হাতে সেগুলো তুলে দিয়ে এল—তখন আমি কি আবার ওঁদের কাছ থেকে আলাদা দাম চাইব? যেহেতু ছোটকাকা সঙ্গে যাচ্ছে, অতএব—খোকাখুকুর বাবা-মা ও গোষ্ঠীবর্গের টাকার ভাবনা কি? তাছাড়া আতুবাবু তো বলেই রেখে দিয়েছিলেন, আপনাকে কিচ্ছু দিতে হবে না, ঐ ছেলেপুলেরা আবদার ধরলে নয়তু একটা টফি লেবঞ্চুস কিনে দেবেন—তাই কিনতে জান লবেজান হয়ে উঠল।

...কা দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, ... !

ন্যাংটা কাঁদ কাঁদ ভাবে বললে, হঠাৎ একটা ভূত আমার বালিশের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে আমার কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল !

বুঝলুম ভূত নয়, ওরই ভাই গাঁটকাটা ছোকরার ঐ কাণ্ড ! সত্যিই তাই—দেখি ওর বালিশের ভেতর ঘুমের ঘোরেও তার হাত ঢুকে আছে, কিন্তু ও তো ছোটকাকা নয় যে আহাম্মকের মত পয়সা রাখবে সেখানে। কিন্তু ওর আঙ্গুল অব্যেস মত পয়সা খুঁজছে, তখন লেগেছে সুড়সুড়ি, আর সঙ্গে সঙ্গে ন্যাংটা একেবারে কিম্ভূত হয়ে আমার বুকে উঠে পড়েছে।

উঃ পাগল হয়ে গেলুম ! ঠিক করলুম, পরদিনই ভোরের গাড়িতে পালাব।

রাত্তিরটা ঠায় জেগে বসে কি ভাবে পালান যায় তার মতলব করছি কিন্তু ভোরবেলায় শুনি রান্নাঘরের কাছে কুরুক্ষেত্তর বেধে গেছে।

কি ব্যাপার ! আতুবাবুর স্ত্রীর পুজোর কাপড়ের ওপর পুতুবাবুর স্ত্রী নাকি বল্টুর ভিজে কাঁথা তুলে দিয়েছেন। তাই নিয়ে প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তারপর প্রত্যেকের প্রত্যেক ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ—তারপর গালাগালি।

পুতুবাবু ঘর থেকে বেরিয়েই শুনলেন, আতুবাবুর স্ত্রী তাঁর স্ত্রীকে কড়া কড়া কথা শোনাচ্ছেন, ফলে তাঁর মেজাজ গেল চড়ে, তিনি হঠাৎ তাঁকে মার মার করে তেড়ে গেলেন। আতুবাবুর স্ত্রীর হাতে ছিল ঝাঁটা—দিলেন এক ঝাপট বসিয়ে তাঁর কাঁধে, ব্যস আর যায় কোথা ! লাগ্ ভেলকীর খেল্ শুরু হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আতুবাবু ছুটে এসে দেখেন, তাঁর স্ত্রীর ঝুঁটি পুতুবাবুর মুঠির মধ্যে, আর এদিকে বিন্তি আর ওদিকে মাসী চিৎকার করে পাড়া জানিয়ে কাঁদছে।

পুতুবাবুকে ঠেঙাতে আরম্ভ করলেন।

আতুবাবু ভীষণ চটে গিয়ে সামনে একটা ছোট বাঁশ পড়ে ছিল, তাই নিয়ে পুতুবাবুকে ঠেঙাতে আরম্ভ করলেন। পাড়ার আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে এসে কোনক্রমে খুনখারাপিটা বাঁচিয়ে দিলে।

আমি বাইরে উঁকি মেরে দেখলুম, দুই মহারথীকে চার পাঁচজন করে লোক ধরে আছে, আর তাঁরা পরস্পরকে যাচ্ছেতাই করে গাল পাড়ছেন।

এরপরে কি ঘটে তা দেখবার জন্যে আর বসে রইলুম না। সামান্য বেডিং আর ছোট্ট সুটকেশটি নিয়ে একেবারে কলকাতার পথে পাড়ি দিলুম।

শুনলুম আতুবাবুও দুপুরের ট্রেনে ফ্যামিলি নিয়েই ফিরে এসেছিলেন।

ছুটির পর আপিসে দেখা হত আমার সঙ্গে—কিন্তু এই আক্কেল-সেলামি দিয়ে আমার সঙ্গে আর ভদ্রলোক লজ্জায় বছরখানেক কথা কননি।

পুতুবাবুকেও আর এ যাবৎ কোন রাস্তায় দেখতে পাইনি।

শুনলুম তারপর থেকে দুই বন্ধুর মধ্যে শুধু কথার ইতি হয়ে যায়নি, মুখদর্শনেরও ইতি হয়ে গিয়েছে, আর ওঁদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুরা খুব রংচং দিয়ে আতুপুতুর ইতিকথা মুখস্থ করে সর্বত্র প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

বর্তমান সংজ্ঞা

শ্রী মানস সরকার

প্রসঙ্গ-উদ্দেশ্য

বাসে চড়ার উদ্দেশ্য কি?
—বিনা টিকিটে গন্তব্যস্থলে পৌছনো।
ট্রামে ওঠার উদ্দেশ্য কি?
—কম পয়সায় পাখার হাওয়া খাওয়া।
ট্রেনে চড়ার উদ্দেশ্য কি?
—আত্মহত্যার পথ সুগম করা।
রিক্সায় ওঠার উদ্দেশ্য কি?
—নির্দিষ্ট ভাড়ার চারগুণ বেশী ভাড়া দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে যাওয়া।
ট্যাক্সিতে ওঠার উদ্দেশ্য কি?
—বেশী ভাড়া দিয়ে সকলের কাছে বড়লোক সাজা।
পরীক্ষার আগের রাতেও না পড়ার উদ্দেশ্য কি?
—পরীক্ষা হলে বই দেখে লেখা।
বড়লোকের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করার উদ্দেশ্য কি?
—সমস্ত সম্পত্তি লাভ করা।
অফিসে সবসময় বসের সঙ্গে থাকার উদ্দেশ্য কি?
—চাকরির উন্নতি করা।
সাধু সাজার উদ্দেশ্য কি?
—বিনা পরিশ্রমে দিন কাটানো।
নেতা হবার উদ্দেশ্য কি?
—জনগণের মাথায়, হাঁড়ি ভেঙে দিন কাটানো।
রাতে চুরি করার উদ্দেশ্য কি?
—শুধুমাত্র রাতে কয়েকঘন্টা জেগে বহাল তবিয়তে দিন কাটানো।

বাক্য সংকোচন

কবীন্দ্র নাথ শীল

১। ইতিতে (শেষে) হাসতে হয় যেখানে—ইতিহাস
২। হাসির শব্দ যেখানে পাতালে প্রবেশ করে—হাসপাতাল
৩। গরুদের মধ্যে উত্তম— গৌতম।
৪। তা দিয়ে (তাতিয়ে) জন বাড়ান—জনতা।
৫। যে পুরুষ উত্তরে থাকে—উত্তর পুরষ।
৬। যে লোক পরের উপর নির্ভরশীল—পরলোক।
৭। যে পুরুষ সাত ফিটের ওপর লম্বা—মহাপুরুষ।
৮। যিনি ডাক ও তার বিষয়ে অভিজ্ঞ—ডাক্তার।
৯। যা চারজনে একসঙ্গে বহন করে—শব।
১০। যা না দিলে বধূ খুন হয়—পণ।
১১। রাজহাঁসের নীতি——রাজনীতি।
১২। যা বেশী দামে কিনতে আপত্তি নেই—সিনেমার টিকিট।
১৩। যা দেরী করবেই—ট্রেন।
১৪। যা গেলে কখন আসবে বলা যায় না—বিদ্যুৎ।
১৫। যা দাতাকে বলে দেওয়া হয়—ঘুষ।
১৬। ঘা খেলে যা উৎপন্ন হয়—চৈতন্য।
১৭। যেখানে দরকারীকে সর্বদা আদরকারী মনে করা হয়।—সরকারী।
১৮। যে গলিতে অলি (ভ্রমর) কখনো ঢোকে না—অলিগলি।

জরুরী ঘোষণা

'সরস কার্টুন'-এর ডিসেম্বর '৯৩ সংখ্যাটি "কার্টুন সংখ্যা" হিসাবে প্রকাশিত হবে। এতে বর্তমানের প্রচুর কার্টুন ছাড়াও বাংলাদেশের কার্টুন এবং বিগত দিনের প্রখ্যাত কার্টুনিস্টদের প্রচুর দুষ্প্রাপ্য কার্টুন থাকবে। পূজা সংখ্যার বিগত শতাব্দীর প্রখ্যাত রস সাহিত্যিকদের রচনা সম্ভারের মত এই সংখ্যাটিও একটি অমূল্য সংগ্রহ হিসাবে রেখে দিতে পারবেন।

লেখকরা এই সংখ্যার জন্য গল্প, ছড়া, রম্যরচনা ইত্যাদি পাঠাবেন না।

সম্পাদক : সরস কার্টুন

● স্পটলাইট ●

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন ঃ সুমন দে

★ বয়স ঃ ৬৯ বছর।
★ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বি·কম পাশ।
★ সন্তান ঃ পুত্র সুদীপ, কন্যা রুমা (বর্তমানে চ্যাটার্জি)।
★ হবি ঃ হাতঘড়ি কেনা।
★ প্রিয় খাদ্য ঃ মিষ্টি এককালে ছিল, এখন চিংড়ি মাছের মালাইকারি।
★ প্রিয় পানীয় ঃ অরেঞ্জ স্কোয়াস।
★ অভিনয় জীবনের সূত্রপাত ঃ মিনার্ভা থিয়েটারে 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ' নাটকে।
★ প্রথম সিনেমা ঃ 'ভুলি নাই' (১৯৪৯ সালে)।
★ উল্লেখযোগ্য সিনেমা ঃ নরেশ মিত্র পরিচালিত 'উল্কা' তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'কুহেলি'।
★ আগামী সিনেমা ঃ তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'কথা ছিল', চিরঞ্জিত পরিচালিত 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ', মৃণাল সেন পরিচালিত 'অন্তরিণ', অজিত গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'শপথ নিলাম' প্রভৃতি।
★ আগামী 'ওয়ান ওয়াল ড্রামা' ঃ স্বরচিত 'মাকে প্রণাম, বাবাকে সেলাম'।
★ উল্লেখযোগ্য নাটক ঃ 'নহবৎ', 'শেষ থেকে শুরু', 'সেমসাইড', 'আসামী হাজির', 'টাকার রঙ কালো', 'চৌরঙ্গী', 'কোথায় পাবো তারে', 'জাগো' ইত্যাদি।
★ প্রিয় অভিনেতা ঃ চার্লি চ্যাপলিন।
★ প্রিয় অভিনেত্রী ঃ অপর্ণা সেন।
★ প্রিয় পরিচালক ঃ তরুণ মজুমদার, মৃণাল সেন।
★ বিরক্ত হই ঃ আধুনিক কালে বাংলা ছবি দেখলে।
★ স্বপ্ন ঃ শীঘ্রই সফল হতে চলেছে, কারণ মনোহর পুকুর রোডে 'উত্তম-মঞ্চ' স্থাপিত হয়েছে। আমাদের অনেকের প্রচেষ্টায়, যার উদ্‌বোধন হলো বলে।

যে কোনও অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবনই বৈচিত্রপূর্ণ। আর অভিনেতার নাম যদি সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় হয়, তবে তো কথাই নেই। বর্ষীয়ান এই অভিনেতা তাঁর সুদীর্ঘ অভিনয় জীবনের অভিজ্ঞতার অফুরন্ত সংগ্রহ থেকে 'সরস কার্টুন' পত্রিকার পাঠকদের শোনাচ্ছেন কয়েকটি বাছাই করা কৌতুকপূর্ণ ঘটনা। তাঁর মুখ থেকে শুনে লিখেছেন সুমন দে।

"আমার এত বছরের অভিনয়-জীবনের সবচেয়ে মজার ঘটনা বোধহয় আমার বাংলা সিনেমায় ভাল রোল কম পাওয়া। অথচ মঞ্চে আমি বহু রোল পেয়েছি যে-সব রোলে অভিনয়ের সুযোগ আছে।

একসময়ে আমি বাংলা ছবির নায়ক-টায়কও হয়েছি। তারপর নায়কের দাদা, কাকা, জ্যাঠার রোল করতে করতে আজ কোনও সিনেমায় বাপ-ঠাকুর্দার রোলে অভিনেতার অভাব পড়লে পরিচালকরা আমাকে ডাকেন, যে-সব চরিত্ররা দিন তিন-চারেকের মধ্যে পরিচালকের চক্রান্তে প্রাণ হারায়।

অনেক সময়ে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, কোনও নাম করা পরিচালকের সঙ্গে দেখা হতেই উনি কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগলেন 'আরে সত্যবাবু আর এক দিন আগে আপনার সঙ্গে দেখা হলো না! আমার পরের ছবির দারুণ একটা রোল রেখেছিলাম আপনার জন্য। কালই অমুক-কে রোলটা দিয়ে দিলাম।' আমি যেন এক-দু'দিন আগে ওনার সঙ্গে দেখা না করে অন্যায় করেছি, এমন অপরাধী অপরাধী মুখ করে সব কথা শুনে গেলাম।

সত্যেন বসুর পরিচালনায় 'বরযাত্রী' ছবির শুটিং চলছে গড়িয়ার কাছাকাছি । গড়িয়া তখন অনেক ফাঁকা ছিল। এ ঘটনাটি বলতে গেলে সদ্য প্রয়াত কালিদার (কালি ব্যানার্জি) কথা মনে পড়ে মন যার বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। কালিদা এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

যাই হোক শুটিং-এর ফাঁকে আমি আর অনুপ তো শুটিং জোনের বাইরে পায়চারি করছি হঠাৎ একটা সাইকেল রিক্সা দেখে অনুপ বললো 'সত্যদা, আপনি বসুন, আমি রিক্সা চালাবো।'

রিক্সাওয়ালাকে রাজি করে, আমাকে বসিয়ে অনুপ তো ভালোই রিক্সা চালাচ্ছে। কিন্তু আমাদের হাসি দেখে বিধাতা পুরুষও বোধহয় আড়ালে হাসছিলেন। সাইকেল-রিক্সাটার চাকার তলায় একটা খোয়া স্টোন্-চিপ্‌স্ পড়ায় একেবারে বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো। রিক্সাসমেত আমরা দু'জন একেবারে পাশের নর্দমার মধ্যে পপাত-ধরণীতলে। রিক্সার তলায় আমি চাপা পড়লাম, আর রিক্সার ওপরে অনুপ।

কোনও রকমে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে রিক্সার তলা থেকে যখন বের হলাম, তখন হাঁটু কেটে রক্তারক্তি, বহু জায়গায় ছড়ে গেছে। অনুপেরও তখন আমার মতো অবস্থা। রিক্সা ওয়ালা তো রিক্সার ভাঙা চোরার ক্ষতিপূরণ হিসেবে পঁয়তাল্লিশ টাকা দাবি করে বসলো।

যাই হোক্, কোনও ক্রমে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দু'জনে শুটিং জোনে ফিরে এলাম। পরিচালক কোনও কিছু জিজ্ঞাসা না করে গম্ভীর মুখে জানালেন যে একটা শট্ এখনও টেক্ করা বাকি আছে। আমাদের দু'জনকে একটা মাঠ দৌড়ে পারাপার হতে হবে।

পায়ের জ্বালা-যন্ত্রণায় কাতর আমি আর অনুপ তো মুখ চাওয়া-চায়ি করছি। পরিচালককে রিক্সার ঘটনাটা বলার সাহসও হচ্ছে না।

হঠাৎ দেখি ক্যামেরা চালু হয়ে গেছে। আমরা দু'জন তো খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড় শুরু করলাম। মাঠের শেষ প্রান্তে গিয়ে আবার ফিরে এলাম দৌড়ে। যন্ত্রণায় তখন আমাদের দু'জনের শরীর অবশ হয়ে আসছে। কিন্তু আমরা তখনও জানতাম না যে দৌড়ের শেষে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে।

ফিরে আসতেই পরিচালক সত্যেন বসু বললেন শট ক্যানসেল অর্থাৎ বাতিল হয়েছে, অতএব আবার দৌড়তে হবে। আমাদের দুজনের তো তখন কাঁদো কাঁদো অবস্থা।

আমাদের দুজনের করুণ অবস্থা দেখে অবশেষে সহাস্য বদনে পরিচালক জানালেন যে তিনি আমাদের 'রিক্সা-বিহার'-এর সম্পূর্ণ ঘটনাটি আগেই শুনেছেন, আর আমাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ দৌড় করাচ্ছিলেন এবং ছবিতে দৌড়ের ঠিক ওরকম কোনও সিকোয়েন্সই ছিল না।

যাই হোক, সেদিন রিক্সাওয়ালাকে তার রিক্সার মেরামতির খরচটা পরিচালকই দিয়েছিলেন।

ঘটনাটার কথা মনে পড়লে আমার এতদিন পরেও হাসি পায়।

আমার অভিনয় জীবনের প্রথমদিকের একটা ঘটনা বলি এবার। ঘটনাটা ভাবলে এখন হাসি পেলেও তখন যে ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলাম, তা স্পষ্ট মনে আছে।

একটি ছবিতে মেক্-আপ সেরে বসে আছি শটের ডাকের অপেক্ষায়। ডাক আর আসে না। অবশেষে একজন এসে জানালেন যে আমার শট আজ আর তোলা হবে না। সেদিন মেক্-আপ তুলে বাড়ি ফিরে এলাম।

সেই ছোট্ট শট্টার ডাক আর কিন্তু পেলাম না। পরে জানলাম আমার চরিত্রটায় সেই ছবির পরিচালকের শ্যালক অভিনয় করেছিল। স্ত্রীর অনুরোধ তো আর ফেলা যায় না!

একবার একটি ছবির জন্য বহু শিল্পীর সঙ্গে (কালিদাও ছিলেন) আউটডোর শুটিং-এ গেছি। তখন শীতকাল। যে বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো সে বাড়িটি বেশ পুরনো।

রাতে সবাই শুয়ে ঘুমুচ্ছে, এমন সময়ে এক টেক্‌নিশিয়ানের চিৎকার-চ্যাঁচামিচিতে ঘুম ছুটে গেল। ভদ্রলোক কাঁপতে-কাঁপতে এসে বললেন বাড়িটা ভূতের বাড়ি। অতএব 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি'।

ঘটনাটা শোনা গেল, ভদ্রলোকের বিছানার পাশে একটা জলের কলসি ছিল; আর সেই হাড় হিম করা শীতের রাতে ভূতে কলসির সবটুকু জল ভদ্রলোকের বিছানায় ঢেলে দিয়েছে।

টর্চ নিয়ে রাত-দুপুরে 'প্রেত-সন্ধান-অভিযান' চালানো হলো (তবে, টর্চের আলোতে অত লোকের সামনে ভূত বাবাজিরা দেখা দেন কিনা, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে)। যাই হোক্, সবাইকে নিরাশ করে সেদিন ভূতের বদলে সন্ধান মিললো একটা বেড়ালের (টেকনিশিয়ানটির ভাষায় 'বেড়ালরূপী ভূতের')।

হাসতে হাসতে খেয়াল হলো ভোরের আর বেশী দেরি নেই। তাই বাকি রাত গল্প-গুজব করেই কাটিয়ে দেওয়া হলো।

কলসি সংক্রান্ত আর একটা মজার ঘটনা শুনিয়ে 'সরস কার্টুন'-এর পাঠকদের কাছে এবারের মত আমি ছুটি চাইছি।

একবার বাড়ুইপোতা গ্রামে গেছি। একটা বাংলা ছবির শুটিং-এর কাজে। একটা ছোট নদীর মধ্যে নেমে শট্ দিতে হবে। জলে নেমে একটু এগোতেই নদীর পাড় থেকে পরিচালক মশাই চ্যাঁচাচ্ছেন—'জলে বেশী নামবেন না মশাই, হাঙরে টেনে নিয়ে যাবে। এ নদীতে হাঙর আছে'। আমি জল থেকে জবাব দিলাম যে আমি ও-সব হাঙর-টাঙর অনেক দেখেছি, ও-সবে আমার কোনও ভয় নেই।

এ কথা শুনে নদীর পাড়ে দাঁড়ানো শিল্পী আর টেক্‌নিশিয়ানরা শলা-পরামর্শ করে একটা কলসি ছুঁড়ে জলে আমার ঠিক পেছনে ফেলেছিল। আমি তো ভয় পেয়ে একদম ডুব দিলাম জলের তলায়। পাড়ের লোকজন তখন দেখছে—জলের ওপর খালি কলসিটা ভাসছে আর আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে শুধু বুদবুদ উঠছে।

আমাকে টেনে তোলার পর সবারই এক কথা 'কি মশাই, খুব যে বললেন হাঙরে ভয় পাই না?' খাবি খেতে খেতে আমি বললাম যে হাঙর ভেবে ভয় পাইনি; ভারী কলসি গলায় বেঁধে লোকে জলে ডুবে আত্মহত্যা করে তো, তাই ভয়টা কলসি দেখেই পেয়েছিলাম।"

খুন, ধর্ষণ, অত্যাচার, নারী নির্যাতন ও সন্ত্রাসের আগুনে সারা বাংলা জ্বলছে। এই অত্যাচার ও নির্যাতনের আগুন নেভাতে আগামী ২৭শে
ব্রিগেড
চলুন
ডাকুন
Subhajit

সময় একদম ভালো যাচ্ছে না... মেয়ের চোখে ধুলো পড়েছিল.. ডাক্তার দেখাতেই একশ টাকা খরচ হয়ে গেল।
আরে এতো সামান্য ব্যাপার... আমার এই মেয়ের চোখে ঐ সুদর্শন যুবক পড়েছিল, তাতেই আমার তিন লাখ খরচ হয়ে গেল
Subhajit

স্বাধীনতা আমাদের সুরক্ষা কবচ

একতাই আমাদের শক্তি

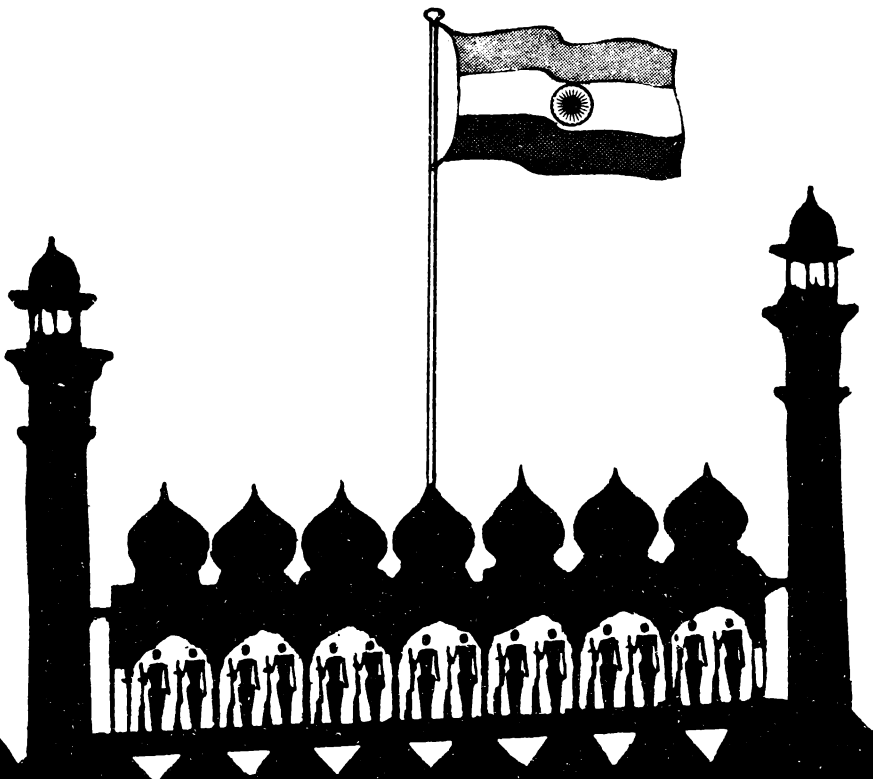

আমরা এক জাতি
এক প্রাণ
আমরা ভারতীয়

davp 93/278 BEN

হাসিটুন

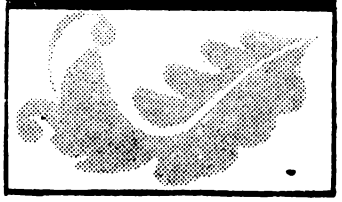

এক নববিবাহিত দম্পতি বিয়ের সাতদিন পরে বেরলো হনিমুনে। ছেলেটি বলল, 'আমরা কিছুতেই কাউকেই বুঝতে দেব না যে আমাদের নতুন বিয়ে হয়েছে।' বৌ বললে, 'বেশ তো, আমি রাজি।'

—বেছে বেছে পুরনো জামা-কাপড় নিল তারা। পুরনো জুতো। এমনকি পুরনো স্যুটকেশ। সত্যিই বাহাদুর দম্পতি। দু'রাত দু'দিন ট্রেনে কেউ

বুঝতে পারলো না তাদের নতুন বিয়ে হয়েছে। দেরাদুন পৌঁছে তারা গেল এক নামী হোটেলে। কাউনটারে ঘর বুক করে ছেলেটি বলল, 'মানে—ইয়ে —মানে, বিছানাটা ডবল বেড তো?'

কাউনটারের গম্ভীর লোকটি একগাল হেসে বলল, 'নতুন বিয়ে করেছেন, তাই না?'

★

এক হাসপাতালের কমপাউনডে তিনজন লোক অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। তিনজনেরই বৌয়ের বাচ্চা হবে। প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে।

হঠাৎ নারস এসে বললে : এই যে আনন্দবাবু, আপনার যমজ ছেলে

হয়েছে।

আনন্দবাবু বললেন : যমজ? সব্বোনাশ! আচ্ছা, যমজ হলো কেন? ও, বুঝেছি। গতকাল আমি 'রাম আউর শ্যাম' সিনেমা দেখেছি।

শুনে দ্বিতীয় লোকটি ফ্যাকাশে মুখে বললে : তাহলে আমার কী হবে? আমি যে কাল 'অমর আকবর অ্যান্টনী' দেখেছি?

এই কথা শুনে তৃতীয় লোকটি কেঁদে ফেলল হাউমাউ করে।

: আরে কাঁদছেন কেন?

: কাল যে আমি 'আলিবাবা আউর চল্লিশ চোর' দেখেছি। হায় হায়! আমার কি হবে?

★

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার তাঁর অফিস কর্মচারির কথায় বিরক্ত হয়ে বললেন, এত মিথ্যে কথা বলেন কেন? মিথ্যা কথা বলার শাস্তি কি জানেন?

কর্মচারি মাথা চুলকে বলল—মোটামুটি জানি স্যার। এ ব্যাপারে একটু

পটু দেখলেই ফারম তাকে সেলসম্যান করে দেয়।

★

সখারাম নামজাদা জালিয়াত। নোট জাল করতে সে ওস্তাদ। মাঝে মাঝে ব্যবসার বাইরেও তার দিল্লাগি করতে ইচ্ছে হয়। একদিন তার মেসিনে একটা পঁচিশ টাকার নোট তৈরি করে বাজারে গেল। এক বিরাট দোকানে ঢুকে ক্যাশিয়ারের কাছে ভাঙানি চাইল।

ক্যাশিয়ার নোটটা খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর সেটা রেখে দিয়ে ক্যাশ বাকসো থেকে দুটো সাড়ে বারো টাকার নোট বের করে সখারামের হাতে দিলেন।

★

দু'জন ফটোগ্রাফার তাদের সারা-দিনের অভিজ্ঞতা বিনিময় করছেন।

—আজ সকালে রাস্তার ধারে এক বুড়িকে দেখলুম। রাজ্যের কাঁথা-কানি জড়ানো। মুখের উপর হাজার রকমের ভাঁজ। তাকে জিজ্ঞেস করে জানলুম, কাল থেকে তার পেটে কিছুই পড়েনি। ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন কিছুই নেই তার।

—বেচারা! তুমি তাকে কি দিলে?

—আজ সকালে বেশ রোদ্দুর ছিল। সেজন্য তাকে 1/100-এ F-16 দিলুম। দারুণ এসেছে!

★

লাজুক যুবক—তোমায় একটা চুমু খেলে কি তুমি লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে যাবে?

প্রেমিকা—মোটেই না। তাহলে অ্যাদ্দিনে বিবর্ণ হতে হতে জনডিস হয়ে যেত!

সংকলিত

ব্যঙ্গচিত্র : লাহিড়ী

অলোক বিশ্বাসের ছড়া

ছড়া

পুজোর বাজার

খেঁদা এবং খেঁদি এরা দুই জনই খুব জেদী
রেগে গেলেই চেঁচায় তারা, শব্দ গগনভেদী!
পুজোর আগে খেঁদা-খেঁদি হাতিবাগান মোড়ে
করতে গেল পুজোর বাজার মিনিবাসে চড়ে।
বাসের থেকে নেমেই তাদের ঝলসে গেল চোখ
বললে খেঁদি, কোথা থেকে এল এত লোক?
খেঁদা বলে, চুপ কর তুই, প্রশ্ন করিস যা-তা
পুজোর বাজার, ভিড় হবে না? এর নাম কলকাতা!
খেঁদি বলে, চল্ এবারে ওই দিকেতে যাই
কাপড় কেনার আগে দুজন 'ফুচকু' কিনে খাই।
রেগে গিয়ে বলল খেঁদা, 'ফুচকু' আবার কি?
'ফুচকা' বলে ওইগুলোকে, তাও জানো না—ছিঃ
হাত-পা নেড়ে তর্ক সেরে বললে খেঁদি কেঁদে
কি ভুল আমি করেছিলুম তোর সাথে ঘর বেঁধে!
খেঁদা বলে, খেঁদি রে তোর কান্নার কি তোড়।
চল্ এবারে মনের মতন কাপড় কিনি তোর।
চোখটা মুছে খেঁদি তখন আহ্লাদে আটখান
বললে, আমি নেবই এবার সাউথ ইণ্ডিয়ান।
শাড়ি কিনে খেঁদা গেল বের করতে টাকা
পকেটে হাত ঢুকিয়ে দ্যাখে পকেট পুরো ফাঁকা!
খেঁদা বলে, খেঁদিরে তোর মন্দ কপাল আজ
পকেট কেটে টাকা হাপিস পকেটমারের কাজ!
লাফিয়ে উঠে খেঁদি বলে, মুখ্যু ওরে খেঁদা
তোর প্যান্টের পকেটখানা দেখ্ না কেমন ছেঁদা!
পুজোর বাজার হল না আর সত্যি খেঁদি স্যরি
চল্ দুজনে পুজোয় এবার পকেট সেলাই করি!!

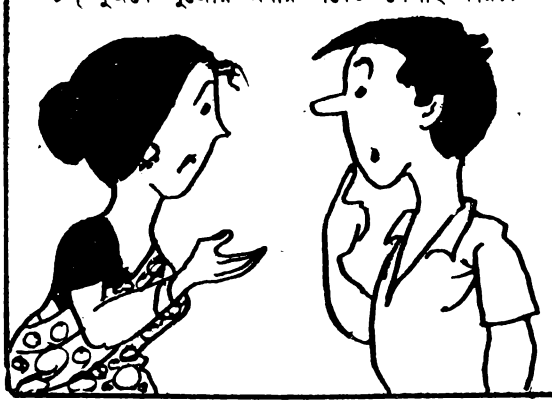

কলির ভাষণ

এই যে দাদা একটু দাঁড়ান, শুনুন আমার ভাষণ
থাকলে সময় লজ্জা কিসের, পেতেই বসুন আসন—
ঐ যে পথে ডিস্কো হেঁটে যাচ্ছে দেখুন চেয়ে,
ওটাই হলো টালিগঞ্জের গণশা পালের মেয়ে।
ঘুরেই জবাব, কি বললেন? বুদ্ধি কি সব লোপ!
দেখছেন না নাকের তলায় তাগড়াই এক গোঁফ!!
আমি হলাম পুরুষ মানুষ, হিপি স্টাইল চুল
মাইয়া লোকের গোঁফ কি থাকে? করছেন যে ভুল!
স্যরি দাদা, ভুল হয়েছে করুন আমায় মাফ
বব-ছাট্ আর হিপির যুগে মানুষ চেনাও পাপ!
এই তো সেদিন এক বুড়িকে যেই দিদিমা ডাকা
মুখ ঘোরাতেই খেঁদির মা কয় আমার দিকে তাকা।
ঠোঁট রাঙানো লিপস্টিক আর প্লাক করা দুই ভুরু
গলার কাছে দিচ্ছে উঁকি বোম্বাই কা গুরু!
বিয়ের রাতে বেনারসী পরছে ক'জন আর?
ফুলশয্যায় গল্প করে হিন্দী সিনেমার।
লিটিল লিটিল পুঁচকেগুলো ইস্কুলেতে গিয়ে—
বলছে ওরে দ্যাখ্না চেয়ে, ওটা আমার 'ইয়ে'।
রাস্তাঘাটে মডার্ণ ফ্যাশন—সবাই জোড়া জোড়া
যে ধরবে তারই হবে অশ্বমেধের ঘোড়া।
কোথায় দাদা পাবেন বলুন রাম-সীতাদের জাত?
শ্রীদেবী আর বচ্চনরাই করছে বাজার মাত!!

পুজোর ছড়া

সঞ্জীব কুমার দে

॥ ১ ॥

বউকে বলি—'যা সব বুলি
ঝরছে তোমার বিষ ঠোঁটে!
আমি তো ছাড়, স্বয়ং শিব-ও
পারবেন না তিষ্টোতে।'
বউ বললো—'দুর্গা এলেও
ঠকবে পুজোর প্রাক্কালে,
মিলবে শাড়ি? তোমার মত
কিপ্‌টে-কে না ধাক্কালে!!'

॥ ২ ॥

ব্যাপারটা কি? বউয়ের গলায়
শুধুই মধু বর্ষিত!
বন্ধু বলে—'ওরে ওটা
টোপ গেলানোর বড়শি তো!
সামনে বোনাস, তাই না গলায়
গাইছে যেন ঠিক তোতা,
কেনাকাটা সাঙ্গ হলেই
কণ্ঠে আবার—তিক্ততা!!'

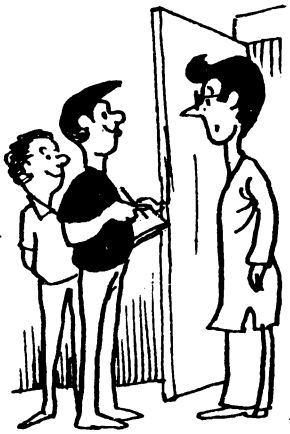

॥ ৩ ॥

শ্বশুরবাড়ির কাণ্ড দেখে
মন খুশি নয় জামাতার,
এটাই পুজোর তত্ত্ব প্রথম
নেই তো কাপড়-জামা তার!
ব্যাপার বুঝে শ্বশ্রুমাতা
হাসেন এবং কন নাকে—
'তোমায় দিলেম ষষ্ঠিতে, তাই
পুজোয় শুধুই কন্যাকে ॥'

॥ ৪ ॥

সাত-সকালেই বউ ছুটেছেন
কেনাকাটায়, বুটিকে—!
অফিস কামাই, দিচ্ছি সামাল
পুত্র কন্যা দু'টি কে।
কাজের যে লোক, হায় রে তাকেও
আজ দিয়েছে ছুটি কে?

॥ ৫ ॥

ফ্রিজ আছে? টি·ভি· আছে?
ওয়াশিং মেশিন?
গ্যাস আছে? মিক্সি—?
পাম্প ও বেসিন?
ভি·সি·পি· না—ভি·সি·আর?
বক্স খাট—ঘরে?
আগে করি লিস্টটা,
বিল লেখা পরে।
তাজ্জব! ব্যাপার কি—
বোঝেন নি দাদা?
কি কি আছে আপনার
সেই বুঝে চাঁদা!!

॥ ৬ ॥

ট্রাক থামিয়ে নিচ্ছি চাঁদা
দিচ্ছি তো তার বিল!
তোমরা মুঠোয় নিচ্ছো যা, তার
শুধু যে গরমিল!!—

কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়া

অ্যান্টি-ডাউরি

ফ্রিজ—টি·ভি—আসবাব,
সোনা দানা অঙ্গে,
হয় বাঁড়ি নয় জমি
কিছু তারই সঙ্গে।
বৌমা তো পাবে সব—
চাইবো টা কিবা হে?
পণ নিতে রাজী নই
পুত্রের বিবাহে।

নিয়ম

তাড়াতাড়ি কাজ চান?
পাবেন তা নিশ্চই!
করবে যে কাজ তার
উদ্যম—Fees কই?
Fees না দিয়েও কাজ
দ্রুত পেতে চাইলে,
শুনবেন দেরি হবে—
সই হ'তে ফাইলে।

হকার উচ্ছেদ

হকার বলে, 'পুলিশ,
দোকান কেন তুলিস?
হপ্তা-শেষে তোলা নিতে
কক্ষণো কি ভুলিস?'
পুলিশ বলে, 'হকার,
মাত্রা কমাও বকার।
লোক দেখানো ব্যাপার এতে—
নেই কোনও চান্স ঠকার!'

অতনু বর্মনের ছড়া

বাদ্যকার

জনৈক ঃ আপনার নাকি বাজনার প্রতি
ভীষণ রকম ঝোঁক ছিল?
আপনার উপর সবার তাই
অন্যরকম চোখ ছিল।
২য় জন ঃ নেশা একটু ছিল বটে
প্রকাশ না ক'রে দিও
সব চেয়ে যা বাজাই ভাল
তাহ'ল রেডিও।

চুলজ্বর আবেদন পত্র

জবর ওষুধ বাজার কাড়া হেয়ার ফার্টিলাইজার,
হিটলার তো তুচ্ছ মশাই, তুচ্ছ রেগন-কাইজার।
ওরা তো সব গজিয়ে গেলেন হাড়ের ভেতর দুব্বো,
আমার ওষুধ চুল গজাবে, চুল-সায়রে ডুববো।
চুলের জন্য মহাভারত, দ্রুপদ রাজার কন্যে
কুরুবংশ নিপাত হ'ল সে চুল ছোঁয়ার জন্যে।
চুলের মহাকুলের কথা হয়না ব'লে শেষ,
চুলেই চিনি বাউল-শ্রমণ-মোহন্ত দরবেশ।
সাদা কালো বাদামী চুল, চুলের রকম ফের,
চুলোচুলির সপ্তকাহন শুনেছি ভাই ঢের।
ব্যবসা নতুন, বাবা গণেশ—মানটা আমার রেখো,
সোনার ইঁদুর গড়িয়ে দেবো— ইতি শ্রীমান টেকো।

পার্থ প্রতিম আচার্যর ছড়া

তাথৈ

—যাচ্ছো কোথায় শুনি
বৎস্য?
বাজারেতে। তবে এনো
মৎস্য।
—মৎস্য কি আজকাল
সস্তা?
—হতে পারে। নিয়ে যাও
বস্তা।
নিয়ে নিও পার যত
কিনতে।
জান কি সঠিক মাছ
চিনতে?
—মাছ চেনা? এ' আর কি
কর্ম
সব মাছই বরফের
বর্ম।
—রাজগুণে সুস্বাদু
রান্না।
ঝাল-ঝোল-অম্বলে-
খান্ না!!
—তবে কি, খেলেই বাড়ে
চিন্ তা;
স্কন্ধে তাথৈ নাচে
ঋণটা!!

টোপর

মোড়ল তিনি সরল সিধে
কেবল খাটো কানে;
অপূর্ব এক দক্ষতাতে
দুঃখ ঢাকেন গানে।

হাঁটেন যখন চাটেন চিনি
চটেন যখন হাসেন;
হাজার লোকের আনন্দেতে
চোখের জলে ভাসেন।

দুই চোখে তার দিব্যজ্যোতি
কথায় ওড়ান হাওয়া;
তার কাছে তাই লক্ষ লোকের
নিত্য আসা যাওয়া।

কর্ম কুশল সরল মোড়ল
শিক্ষিত তার ওপর;
তাইতো পেলেন রাষ্ট্রপতির
পদ্মভূষণ টোপর।

উজ্জ্বল বিশ্বাসের ছড়া

চোর পালালে

"চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে"
এই কথাটা মিথ্যা ভাই,
হাতে-নাতেই মিলল প্রমাণ
হলফ্ করেই বলছি তাই।
আসল ব্যাপার খুলেই বলি
শুনুন সবাই মন দিয়ে,
অঙ্কে আমি ভীষণ কাঁচা—
সত্যি কথাই বলছি এ।
তাইতো সেদিন চোরকে দেখেও
শুয়েই ছিলাম চুপ করে
একে একে গয়না গাটি
সবই নিল সেই চোরে।
বিদায় নিল যখন সে চোর,
আনন্দে দুই হাত তুলে
তুরকি নেচে অঙ্কগুলো
কষতে গেলাম সব ভুলে।
বলতে আমার বুক ফেটে যায়
কষ্ট করে বলছি তা'ও,
চোর পালালো অঙ্ক আমার
মিলল না তো একখানাও!

সত্য গুপ্তর ছড়া

ক্যানভাসার

কারও বাড়ী ছার পোকা
দেখতে যদি পান
মারবেন তা কেমন করে
আজকে জেনে যান।
ছারপোকাটা আস্তে করে
দু'আঙুলে ধরে
আলতো করে চাপ দিয়ে
মুখটা ফাঁক করে
আমার এই ওষুধ টুকু
মুখে দেবেন পুরে
দেখতে পাবেন একটু পরেই
মরবে মাথা ঘুরে ॥

শেখর চ্যাটার্জীর ছড়া

(১)

নটবর মাহাতো—
সরকারী বাবু তিনি
মাইনেটা ট্যাকে গুঁজে
পেতে দ্যান বাঁ-হাত ও।
যদি কাজ, কিছু চান
পাওনাটা দিয়ে যান
না দিলেই শুণশান
বাধা পাবে পা-হাত ও।

(২)

চশমাটা চোখে দিয়ে
লাগাচ্ছ ঘুম
পড়ে গেলে ভেঙে যাবে
বেওকুফ তুম!
আরে দাদা ডরো মাৎ
নেই কি মালুম
স্বপ্নটা দেখছি যে
আকাশ কুসুম।

দিগম্বর দাশগুপ্তর ছড়া

॥ গুল মাহাত্ম ॥

গুলের মাহাত্ম কথা অমৃত সমান
ভনে কবি দিগম্বর, শুনে পূণ্যবান।
যত মহাকবি সবে মহা গুলন্দাজ
গুল বিনা চলে না তাদের সৃষ্টি কাজ।
বিশ্বের তাবৎ মহাকাব্য গুলে ঠাসা
গুল বিনা নাহি হয় কবিতার ভাষা।
সতী-সাধ্বী পত্নীরাও করেন না ভুল
পতি গুরুটিরে দিতে মনোরম গুল।
পিতৃভক্ত পুত্র কন্যা পরম কৌশলে
পূজ্য পিতারেও গুল দেয় নানা ছলে।
খদ্দেররেরে দেয় গুল প্রতি দোকানদার
মানীদের দেয় গুল যত ইমানদার!
শিক্ষক ছাত্ররে গুল দেয় অবিরত
উকীল মক্কেলে গুল দেয় শত শত।
ভোট প্রার্থী নেতা দল নির্বাচন কালে
করেন ভোটারে মুগ্ধ ভোট মায়াজালে।
মেটাবেন তাহাদের সব মন সাধ
ধরিয়া দেবেন হাতে আকাশের চাঁদ!
গুরু আর শিষ্যে হয় গুল বিনিময়
সুধীবৃন্দ এই সত্য জানিবে নিশ্চয়।
গুল বিনা এ জীবনে চলা বড় দায়
গুল নিয়ে মশ্‌গুল আমরা সবাই।

পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়ের ছড়া

লিখছে ওরা লিখছে দেখ

[শ্রদ্ধেয় সুকুমার রায়ের আবোল তাবোলের 'আহ্লাদী' অবলম্বনে]

লিখছে ওরা লিখছে দেখ, লিখছে কচু, ঘোড়ার ডিম
তিনজনেতে লিখছে দেদার, কিনছে কাগজ দুদশ রিম,
লিখতে লিখতে ছুটছে কলম, ভাবছে দারুণ লিখছি ভাই
লিখছে কেন কেউ জানে না জমছে শুধু লেখার ডাঁই।
বলেন যদি লিখছো কেন, রও না লেখা ত্যাগ করে
তিন লেখকে উঠবে রেগে আসবে তেড়ে গ্যাঁক করে।
বলবে ভায়া খসর খসর লিখছি মোরা চোখ বুঁজে
ভাবছি মোরা সারগাদাতে দাঁতের ফাঁকে পেন গুঁজে।
ওদের কাছে কতেক বোকা গপ্পো নাটক কাব্যি চায়
পচা থসা কলার খোসা গন্ধ গোবর ঘুঁটের ছাই,
পড়তে গিয়ে এসব লেখা উঠবে হাসি হুল্লোড়ে
এমন লেখা লিখছে ওরা দিচ্ছে না কেউ মূল্যরে।

অমলকান্তি বরাটের ছড়া

রুগীর উক্তি

রুগী বলে ডাক্তার একী মোর দুর্ভোগ
হাজার ওষুধ দিলে সারছে না তবু রোগ
ডাক্তার বলে হেসে, আর কোন নেই ভয়,
ওষুধ বদলে দেব হয়ে যাবে নিরাময়।
রুগী বলে তার কোনো প্রয়োজন নেই আর,
আমিই বদলে দেব আজ মোর ডাক্তার।

রহস্যোদ্ঘাটন

যদু গয়লা দুধ বেচে বড়লোক হ'লো—
শুধালাম তারে এর রহস্যটা বলো ॥
যদু বলে এতে মোর কোনো হাত নেই।
সব হ'ল মা গঙ্গার কৃপার জন্যেই ॥

গিন্নীর গুঁতো

মাস কয়েক আগে হ'ল বৃন্দাবনের বিয়ে,
মহাসুখে কাটছিল দিন নতুন বৌকে নিয়ে।
সেদিন দেখি পাড়ার রকে বসে বৃন্দাবন,
মাথায় ইয়া ব্যাণ্ডেজ আর মুষড়ে পড়া মন।
আমি ভাবলাম পথের মাঝে একসিডেন্ট হল?
বললাম ভাই বাড়ী তোমার পৌঁছে দেব চল।
বৃন্দাবন কেঁদে বলে প্রয়োজন নেই তার।
বাড়ী থেকেই আসছি খেয়ে বউয়ের হাতে মার ॥

আশিষকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছড়া

পণ সমগ্র

পণ নেয়ার ঐ সূত্র
মানে না মোর পুত্র,
রেডিও টিভি পণ না,
(কেবল) সুন্দরী চায় কন্যা ॥
একদমই নয় ঠাট্টা
নেবেনা ফ্রিজ খাটটা
হার চুড়ি দুল মাকড়ি,
থাকলে মেয়ের চাকরি ॥

●

পাত্র পক্ষ পণ নেবে না
তবুও নেই ছাড়ান
কন্যে নিজেই পণের বিরাট
ফর্দ নিয়ে দাঁড়ান ॥

●

'এম-এ' পাশ ছেলে করে
প্রেমে ফেল সত্যি
বেকার সে, মেয়েদের
তাতেই আপত্তি ॥
'ফোর' পাশ চাকুরের
জোড় আছে রিস্টে
একশোটি মেয়ে তার
প্রেমিকার লিস্টে ॥

●

খাঁদুবাবুর দশটি ছেলে
করতে গেল বিয়ে
ফিরল বাড়ি গয়না গাড়ি
ফ্রিজ সোফা খাট নিয়ে ॥
স্কুটার হিটার পণের মিটার
চড়িয়ে নিল টিভি,
এবং পেল 'ফাউ' হিসাবে
দশ ছেলে দশ বিবি ॥

●

সোজা কথা সোজা ভাবে
বলি শোন প্রিয়ে
মন দিলে প্রেম হয়
পণ দিলে বিয়ে ॥

হাসিটুন

অফিসের কাজে ট্যুরে বেরিয়েছে অবনী। ক্রনিক ল্যারেঞ্জাইটিসের রুগী। নতুন জায়গায় এসে ঠাণ্ডা লেগে অবস্থা খুবই কাহিল। গলা দিয়ে প্রায় স্বরই বেরোতে চায় না। যা কিছু বলে ফিস ফিস করে। এক ওষুধের দোকানে গিয়ে অবনী বলল, 'খুব খারাপ অবস্থা, কিছু একটা ওষুধ দিন।' বৃদ্ধ দোকানি খুব নিয়ম মেনে চলেন। বললেন, প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ দিতে পারব না। খানচারেক বাড়ির পরেই এক ডাক্তারের বাড়ি। গলা দেখিয়ে প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসুন।'

বাড়ি খুঁজে পেতে অবনীর অসুবিধা হলো না। কড়া নাড়তেই ডাক্তারের সুন্দরী পরিচারিকা বেরিয়ে এলে অবনী ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারবাবু আছেন?'

সুপুরুষ অবনীর দিকে পরিচারিকা একটু তাকিয়ে একই রকম ফিস ফিস করে বলল, 'ডাক্তারবাবু বাড়ির সব্বাইকে নিয়ে সিনেমায় গেছেন। আপনি ভিতরে আসুন।'

★

চন্দন অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে একটা এক-কামরার ফ্ল্যাট পেয়েছে, পাশাপাশি আরো অনেক ফ্ল্যাট, সামনে টানা প্যাসেজ। ক'দিন বাদেই বান্ধবী বাসন্তীকে বউ করে আনবে, তাই একটু পছন্দমাফিক সাজাচ্ছিল নতুন ফ্ল্যাট।

এমন সময় পাশের ফ্ল্যাটের হরিবাবু এলেন, 'করছেন কী? ওভাবে কি বইয়ের তাক সাজায়? দিন আমি ঠিক করে দিচ্ছি।' সদ্য পরিচিত হরিবাবুর অযাচিত সাহায্য চন্দনকে অভিভূত করল।

একটু বাদে আবার হরিবাবুর আবির্ভাব, 'ড্রেসিং টেবল কি জানালার পাশে রাখে? ক'দিন বাদে আপনার গিন্নি যখন মেকাপ নেবেন, তখন তো রাস্তায় ছেলে-ছোকরাদের ভিড় জমে যাবে!' হরিবাবুর ইচ্ছেতেই ড্রেসিং টেবলের ঠাঁইবদল হলো।

চন্দন পিকাসোর একটা প্রিন্ট টাঙাবার জন্য দেওয়ালে পেরেক পুঁতছিল, হরিবাবু এসে হাত থেকে হাতুড়ি কেড়ে নিলেন, 'ওভাবে কেউ পেরেক পোঁতে?' পেরেকটাও হরিবাবুই পুঁতে দিয়ে গেলেন। চন্দন বিরক্ত হয়ে ভাবল, আচ্ছা গার্জিয়ানের পাল্লায় পড়া গেল তো!

বিকেলে বাসন্তী এল নতুন ফ্ল্যাটে। চন্দন ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে আবেগের সঙ্গে সবে বাসন্তীকে আদর করতে যাবে। এমন সময় দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ। আবার হরিবাবু, 'আদর করছিলেন বুঝি? ওভাবে কি কেউ বউকে আদর করে? দেখুন, এই ভাবে......।'

হরিবাবুর পিছন পিছনই বাসন্তী প্রায় ফুঁসতে ফুঁসতে বেরিয়ে গেল। যত রাগ তার চন্দনের উপর। এ অপমান সহ্য করে আর সে ফিরে আসবে না। ক্ষুব্ধ ও হতাশ চন্দন ঠিক করল, বাসন্তীকে বাদ দিয়ে এ-জীবন অর্থহীন। দড়ি জোগাড় করে ফ্যানের হুকে বাঁধছে, এমন সময় হরিবাবুর পুনরাবির্ভাব। 'গলায় দড়ি দিচ্ছেন বুঝি? ওভাবে কেউ গলায় দড়ি দেয়? দেখুন, ঠিক এই ভাবে...।' চন্দন এখন নিশ্চিন্ত।

পঞ্চম বিবাহ-বার্ষিকীর রাতে—

বৌ—হ্যাগো, বিয়ের পর প্রথম প্রথম তুমি আমাকে নিয়ে কত আদিখ্যেতাই না করতে। বলতে, আমি নাকি ছবির মতো।

স্বামী (উদাসভাবে)—হ্যাঁ, তখন নির্বাক চিত্রের যুগ ছিল। এখন তো তুমি সবাক হয়েছ।

★

তরুণ কেরাণি বসকে গুল মেরে খেলার মাঠে গেছে। দুই চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বী দলে দারুণ খেলা হচ্ছে। সমর্থকরাও উত্তেজিত।

হঠাৎ পিছু ফিরে ছোকরার মুণ্ডু ঘুরে গেল। সাক্ষাৎ বস পেছনে বসে।

দাঁত খিঁচিয়ে বস বললেন মিথ্যুক কোথাকার। ছুঁচোর মতো তখন ছুটি চাইলে কাকার এখন তখন অবস্থা বলে।

খুব তাড়াতাড়ি ছোকরা কাতরকণ্ঠে বলল: মিথ্যে বলিনি স্যার। এ খেলার রেফারি তো আমার কাকা!

সংকলিত

ব্যঙ্গচিত্র ঃ লাহিড়ী

সারস্বত-ভার!

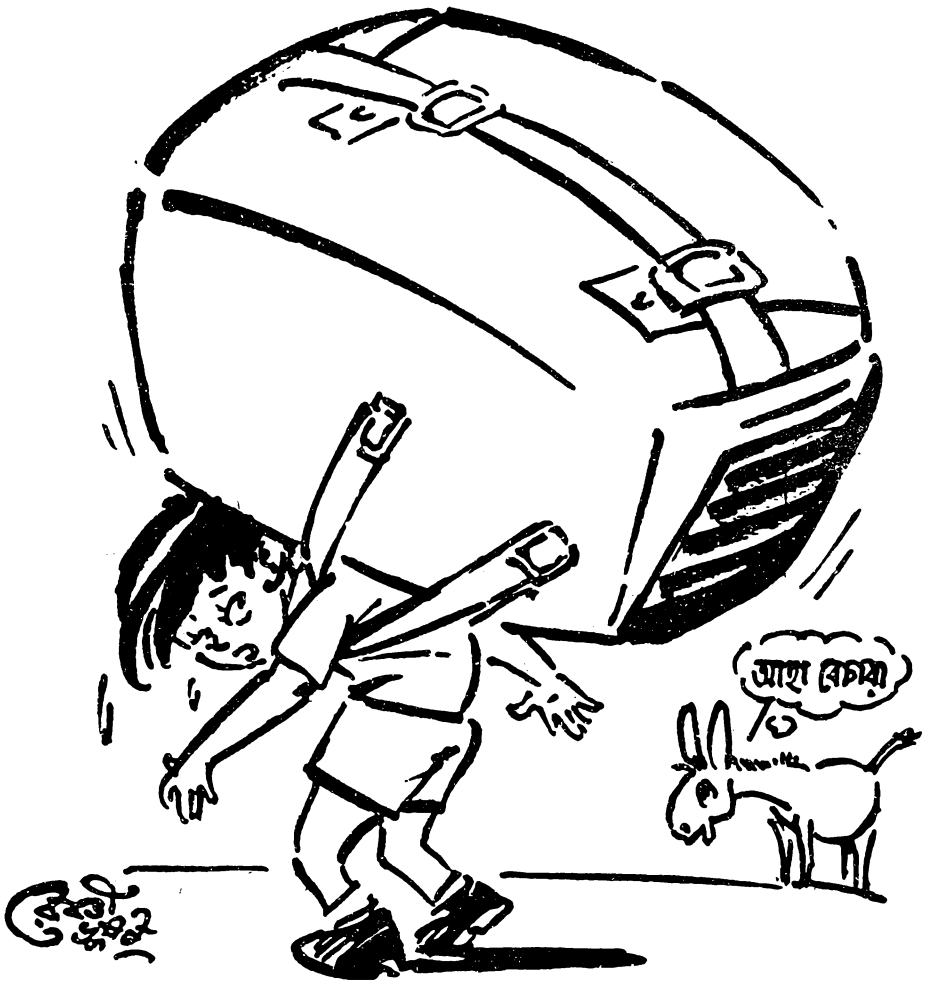

SARAS CARTOON : SEPTEMBER 1993 PRICE : Rs. 5.00
REG. NO. RN 48276/90 : POSTAL REG. NO. WB/SC-304

শুনে হাসবেন না

পূজা সংখ্যা ৪৬-৪৭

সরস কার্টুন

অক্টোবর—নভেম্বর ১৯৯৩

মহালয়ার অনেক আগেই বেরিয়ে যাবে দাম ঃ পঁচিশ টাকা

কি কি থাকছে এবার ঃ

১। সুকুমার রায় চৌধুরীর গল্প "প্রেমাতঙ্ক"।
২। অমিত রায়ের ভিন্ন স্বাদের গল্প "আপনজন"।
৩। বিজন মজুমদারের "অভাগার স্বর্গ"।
৪। পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রম্যরচনা "জয় বাবা জ্যামেশ্বর"।
৫। অপূর্ব দত্তর "ছড়ার কুরুক্ষেত্র"।
৬। কার্টুনিস্ট ডাকুর কার্টুন ফিচার ঃ ২৪৯৩ সালের দুর্গাপূজা
ঃ আঁতেল শহর ঃ গানের শহর ঃ প্রেমের শহর ও পুলিশের শহর।
৭। কার্টুনিস্ট সুকুমারের কার্টুন-গল্প ঃ ঘুঘু ও ফাঁদ।
৮। বিগত শতাব্দীর রস সাহিত্যিকদের নামের তালিকা ও পরিচিতি।

যাঁদের গল্প ও কবিতা থাকছে ঃ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর, সম্বুদ্ধ, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রভাত বসু, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রবোধ কুমার সান্যাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, জরাসন্ধ, প্রমথনাথ বিশী, রাজশেখর বসু, বনফুল, অজিতকৃষ্ণ বসু, প্রবুদ্ধ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সজনীকান্ত দাস ও কুমারেশ ঘোষ।

স্থানাভাবে পূজা সংখ্যায় ছড়া, কার্টুনের চালচিত্র, বাংলাদেশের কার্টুন ও ম্যাজিকের মজা দেওয়া গেল না। এজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। তবে ছড়া ও বাংলাদেশের কার্টুন অন্য সংখ্যায় ছাপা হবে।

এমন পূজা সংখ্যা বাজারে একটাই বেরোবে। কিনতে দেরী করলেই পস্তাবেন।

সরস কার্টুন কার্যালয় ঃ ৬৯-জি, সেলিমপুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩১ ফোন ঃ ৪২-৫৭৪৪

একমাত্র স্বত্বাধিকারী সুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক কেমব্রিজ লেসার প্রিন্ট, এফ-৫৫ দক্ষিনাপণ, ২ গড়িয়াহাট রোড সাউথ, কলিকাতা-৭০০ ০৬৮ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৬৯-জি, সেলিমপুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৩১ (ফোন: ৪২-৫৭৪৪) হইতে প্রকাশিত।
সম্পাদক: সুকুমার রায় চৌধুরী।